রাঁচি, শনিবার
01:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>169 >>17 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬৯ >> << ১৭ই, চৈত্র ১৪২৯>>

ন্যাটোয় ফিনল্যান্ড, মেনে নিল তুরস্ক

তুরস্ক ঃ তুরস্কের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোয় যোগদান মেনে নিল। এরপর আর ফিনল্যান্ডের ন্যাটোয় যোগদানে কোনো বাধা থাকল না। গত সপ্তাহে হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট সবুজ সংকেত দিয়েছিল। ৩০ সদস্যের ন্যাটোয় কেবলমাত্র বাকি ছিল তুরস্ক। তুরস্ক তাদের পক্ষে ভোট না দিলে ন্যাটোয় যোগদান অসম্ভব ছিল ফিনল্যান্ডের। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী নতুন কোনো দেশকে ন্যাটোয় যোগ দিতে হলে সমস্ত সদস্য দেশের সম্মতি প্রয়োজন। তুরস্ক শেষ দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোয় যোগদানে শিলমোহর লাগালো। ফিনল্যান্ডকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিল তুরস্ক। প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর এই মাসের গোড়ায় তুরস্কের প্রেসিডেঃট এর্দোয়ান আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ফিনল্যান্ডের যোগদানের বিষয়ে তাদের আর কোনো আপত্তি নেই। এদিন পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। সমস্ত এমপি ফিনল্যান্ডের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এরপর ৩১তম ন্যাটো দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ডের যোগদান কেবল সময়ের অপেক্ষা।

বাজার দর
SENSEX : 57960.09 +346.37
NIFTY : 17080.70 +129.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18 .04 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .41 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানি তালিবানের হামলায় ৪ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

খাইবার পাখতুনখাওয়া ঃ পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে ভোর হওয়ার আগেই সেখানকার একটি পুলিশ ফাঁড়িতে জঙ্গি হামলায় এবং রাস্তার পাশে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে আফগান সীমান্তবর্তী প্রদেশটির লাক্কি মারওয়াত জেলায় ভয়াবহ এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানি তালিবান এই হামলাকে সমন্বিত বন্দুক ও বোমা হামলা বলে দাবি করে এর দায় স্বীকার করেছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি নামে পরিচিত নিষিদ্ধ গোষ্ঠীটি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কয়েক শ মানুষকে হত্যা করেছে। যাদের বেশির ভাগই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। ২০২১ সালের অগাস্টে তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে জঙ্গি গোষ্ঠীটি আবার সহিংসতা শুরু করেছে। আফগান যুদ্ধে দুই দশক জড়িত থাকার পরে নেটো ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের সকল সেনাকে সে দেশ থেকে প্রত্যাহার করার পর তালিবান ক্ষমতায় ফিরে আসে। অগাস্টে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯ মাস আগে বিদেশি সেনাদের সরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তালিবান জঙ্গিদের দেশব্যাপী আক্রমণের মুখে যখন সাবেক আফগান সরকারের পতন ঘটেছিল তখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নকৃত ৭১০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম ছিল। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ এই সপ্তাহে প্রকাশিত নতুন এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে টিটিপি'র কেন্দ্রীয় কমান্ড আফগানিস্তানে অবস্থিত। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে পাকিস্তানে সহিংসতার বৃদ্ধি তালিবানের কাবুল দখলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভারতীয় গণতন্ত্র, নরেন্দ্র মোদী এবং রাহুল গান্ধী

শুভাশিস মৈত্র

রাহুল গান্ধীকে যদি শেষ পর্যন্ত জেলেই যেতে হয়, যদি সত্যিই এমন হয় যে, দু'বছরের জেল এবং তার পর আরও ছ'বছরের জন্য তাকে ভোটে দাঁড়ানো থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, তাতে ভারতের গণতন্ত্রের জয়জয়কার শোনা যাবে না দেশে বা বিদেশে

নয়াদিল্লি ঃ যা ঘটে চলেছে তাতে বিষয়টির 'ক্যাপশন' ক্রমেই নরেন্দ্র মোদী বনাম রাহুল গান্ধী, থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি বনাম ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র।

এই ঘটনা এমন একটা সময় ঘটছে যখন ইজরায়েল তোলপাড় হচ্ছে, গণতন্ত্রের কয়েকটি মূল শর্তকে বাঁচাতে। নির্বাচিত সরকারের বিচার ব্যবস্থাকে পোষ মানানোর উদ্যোগের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে পড়ে আপাতত সে দেশের মানুষ নেতানিয়াহু সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। গত এক বছরে আমরা দেখেছি কী ভাবে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তাকেই বেছে নিয়েছেন নাগরিকরা কখনও শ্রীলঙ্কায়, কখনও ইরানে, কখনও ফ্রান্সে, কখনও এমনকি চিনেও। আমাদের দেশেও আমরা এমন দেখেছি, শহিনবাগে বা বছরভর অবস্থান করে কৃষকদের নিজেদের দাবি আদায় করতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাস্তার আন্দোলন জন্ম নেয় তখন, যখন আলাপ আলোচনার পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। সংসদে কোণঠাসা হয়ে পড়েন বিরোধীরা। যখন নির্বাচিত সরকার বিরোধীদের কথা সংখ্যার জোরে উড়িয়ে দেয়। তখন রাস্তাই হয়ে ওঠে গণসংসদ। ভারতকে এই পথ অবশ্য প্রথম দেখিয়েছেন 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের জন্মদাতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ মাসের যে ভারত জোড়ো যাত্রা, সেটাও ছিল এমনই এক কর্মসূচি।

রাহুল গান্ধীকে এই নির্বাসনে পাঠানোর 'শাস্তি' কোনও ব্যতিক্রম নয়। বিরোধী নেতাকে নানা কারণে জেলে ভরে দেওয়া বা জেলে পাঠানোর চেষ্টা করা নতুন কিছু নয়। গত দুই দশকে যে সব দেশের বিরোধী নেতাদের বিভিন্ন সময়ে জেলবন্দি করা হয়েছে বা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে (তাদের কেউ কেউ হয়তো পরে ছাড়াও পেয়েছেন, কেউ এখনও পাননি) তার মধ্যে রয়েছেন, শ্বেতলানা টিখানভস্কায়া, পলাতক বেলারুশের বিরোধীনেত্রী। তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নিকারাগুয়ার ছয় বিরোধী নেতা, ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁদের জেলে পাঠানো হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 'জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' করেছেন। লিওপোলডো লোপেজ, ভেনিজুয়েলার বিরোধীনেতা, তাঁকে ১৪ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়েছে সেই দেশের সরকার। তিনি হিংসায় উসকানি দিয়েছেন, এই 'অপরাধে'। ইথিওপিয়ার আরেক বিরোধীনেতা আন্দারাগাচু জিগে, 'সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা' এই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বেশ কয়েক বছর জেলে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত নানা মহলের চাপে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

একই ভাবে দু'বছরের জন্য জেলে যেতে হয়েছিল কুয়েতের বিরোধী নেতা মুসল্লম আল বারাককে। কারণ সরকারের সমালোচনা। মালয়েসিয়ার বিরোধীনেতা আনোয়ার ইব্রাহিমকে জেলে যেতে হয়েছিল। কারণ বলা হয়েছিল তিনি 'অস্বাভাবিক যৌনতায়' বিশ্বাস করেন। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব জুড়ে। এই তালিকায় রাহুল গান্ধীর নামও জুড়বে কিনা তা বোঝা যাবে আর কিছু দিনের মধ্যেই। এই সব ঘটনার বেশিরভাগই আসলে গণতন্ত্রের পিছু হটার গল্প। গণতন্ত্র কি সারা পৃথিবীতেই সমস্যায় আছে? দেবেশ কাপুর এবং মিলন বৈষ্ণভ তাঁদের বই 'কস্ট অফ ডেমোক্র্যাসি' তে লিখছেন ২০০০ সাল থেকে ২০১৫, এই সময়ের মধ্যে ২৭টি দেশ হয় গণতন্ত্র থেকে সরে এসেছে বা সেই সব দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে। তার পরবর্তি সময়ের তথ্য অবশ্য হাতে নেই, তবে আন্তর্জাতিক সংস্থা ভি ডেম ইনস্টিটিউটের সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে 'ইলেক্টোরাল অটোক্র্যাসি'র অধীনে থাকা দেশের তালিকাটাই সব থেকে বড়।

এতক্ষণ যা বলা হল, সেটা হল রাহুল গান্ধী বিষয়ে বৃহত্তর রাজনীতির কথা। কিন্তু রাহুল গান্ধীকে অপরাধী ঘোষণা করা এবং তাঁর সদস্য পদ খোয়ানো, এই দুই ঘটনার একটি বড় তাৎক্ষণিক তাৎপর্যও রয়েছে। সেটা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে।

নির্বাচনী বক্তৃতায় মোদী পদবী নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা (ক্রিমিনাল ডেফেমেশন কেস) করেছিলেন এক বিজেপি নেতা। এটা প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। ওই বিজেপি নেতার অভিযোগ, মোদী পদবী ওবিসিদের হয়। রাহুল ওবিসিদের অপমান করেছেন। যদিও তথ্য হিসেবে এটা ঠিক নয়। মোদী পদবী ব্রহ্মণদেরও হয়। রাহুল গান্ধী ওই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কর্নাটকে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে। ঘটনা কর্নাটকে হলেও মামলা করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য গুজরাটে। তার পর থেকে সেই মামলা বলা যায় আরও লক্ষ লক্ষ মামলার মতোই ঘুমিয়ে ছিল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয়রাম রমেশ (দলের কমিউনিকেশন হেড) বলেছেন, গত ৭ ফেব্রুয়ারি সংসদে রাহুল গান্ধী আদানি প্রসঙ্গ তোলেন। ঠিক তার ন'দিন বাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি ওই বিজেপি নেতা, যার উপাধি মোদী এবং যিনি ওবিসি নন, একজন ব্রাহ্মণ, তিনি হাইকোর্টে গিয়ে ওই মামলার উপরে থাকা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করেন। মজার কথা হল যে ওই স্থগিতাদেশ, সেটা তিনিই অতীতে চেয়েছিলেন, এবার তিনিই সেটা প্রত্যাহারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হলেন। এবং তা পেলেনও। ২৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল সেই রাহুল মামলার শুনানি। শুনানি দ্রুত শেষ হল এবং ২৩ মার্চ রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংসদের সচিবালয় জানিয়ে দিল রাহুল আর সাংসদ নন। তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী, দু'বারের প্রধানমন্ত্রী অতীব দক্ষ নেতা (শেষ পৃষ্ঠা ২ এ)

চীনের নেতৃত্বাধীন নিরাপত্তা ব্লকের সঙ্গে সৌদি আরবের অংশীদারিত্ব

রিয়াদ ঃ বুধবার সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে দেশটি সংলাপের অংশীদার হিসাবে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছে। এই পদক্ষেপটি চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের সর্বসাম্প্রতিক ইঙ্গিত।

২০০১ সালে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা সংস্থা হিসাবে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীন ছাড়াও, এর আট সদস্যের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান এবং রাশিয়ার পাশাপাশি চারটি মধ্য এশিয়ার দেশ রয়েছে, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান। মঙ্গলবার সৌদি সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, বাদশাহ সালমানের সভাপতিত্বে সৌদি মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। জানানো হয়, এই পদক্ষেপটি রিয়াদকে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সংলাপ অংশীদারের মর্যাদা দেবে। পর্যবেক্ষক বা সংলাপ অংশীদার মর্যাদা সহ অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে মিশর, ইরান এবং কাতার রয়েছে। এ দিকে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত পাটেল, সৌদি আরবের এই পদক্ষেপের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেন এবং বলেন এমনটাই দীর্ঘদিন ধরে আশা করা হয়েছিল। পাটেল বলেন, প্রতিটি দেশের তার নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে।

খারিজ

শাসক হিসেবে বিজেপি সেই খেলাটাই খেলছে, যা তাদের খেলার কথা ছিল

নিজের জালেই কি ফাঁসলেন রাহুল?

স্যমন্তক ঘোষ

কলকাতা ঃ মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় এমপি পদ বাতিল আইনের পরিমার্জন করে একটি অর্ডিন্যান্স এনেছিলেন। রাহুল সর্বসমক্ষে তা ছিঁড়ে ফেলেন। আজ সেই আইনেই তার এমপি পদ খারিজ হলো। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় কর্ণাটকে গিয়েকংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একটি মন্তব্য করেছিলেন। তারই জেরে ২০২৩ সালে এসে, আদালতের নির্দেশে তার হাজতবাসের নির্দেশ হয়েছে। একই সঙ্গে তার সাংসদ পদও বাতিল হয়েছে। যা নিয়ে ভারতে তো বটেই, গোটা ভারতীয় উমহাদেশেই আলোচনা হচ্ছে, চলছে বিতর্ক।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রধান অভিযোগ ছিল, ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই কংগ্রেস গোটা ভারতজুড়ে প্রচার চালায়। বস্তুত, তেমনই এক প্রচারে কর্ণাটকে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, ''সব চোরদের পদবি মোদী হয় কেন?'' মনে রাখতে হবে, এর কয়েকবছর আগে আইপিএল কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ললিত মোদী দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। এর কিছুদিন আগেই ঋণখেলাপের মামলায় অভিযুক্ত হন নীরব মোদী। তিনিও ফেরার। এই নামগুলি উল্লেখ করেরাহুল যখন মোদী পদবিটি নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন, তখন বোঝাই যায় যে, তার লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও রাহুল একবারের জন্যেও প্রধানমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ করেননি। রাহুলের ওই মন্তব্যের পরেই গুজরাতের বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পূর্ণেশের মামলা যে রাজনৈতিক, ভারতের রাজনৈতিক সমাজ তা বিলক্ষণ জানে। কিন্তু আইনের ভাষা রাজনীতির ভাষার সঙ্গে মেলে না। ভারতীয় সংবিধান স্পষ্ট করে বলেছে, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি নিয়ে অবমাননাকর অথবা অপমানজনক কোনো মন্তব্য করা যাবে না। করলে নির্দিষ্ট ধারায় তাকে শাস্তি পেতে হবে। আইনের সেই ৪৯৯ এবং ৫০০ ধারাতেই রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা হয়। যেখানে অভিযোগ করা হয়, রাহুল একটি নির্দিষ্ট পদবীর উল্লেখ করে সেই গোষ্ঠীকে অপমান করেছেন। গুজরাতের আদালত সেই আইনেই রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং দুই বছরের হাজতবাসের নির্দেশ দিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী কোনো জনপ্রতিনিধি দুই বছরের সাজা পেলে তার সাংসদ বা এমপি পদ খারিজ হয়। রাহুলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিতর্কের বিষয় হলো, এক্ষেত্রে কি আইনকে হাতিয়ার করে একটি সংকীর্ণ রাজনীতির চাল চালা হলো? বিরোধী রাজনীতিকেরা শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তুলছে। রাহুল গান্ধী মাপের কোনো নেতাকে যখন এই মর্মে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সাংসদপদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন এই বিতর্ক উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠছে, একে কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বীনতায় চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হবে না? সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধান এবং আইন মেনেই তা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং বিরোধী নেতা থেকে সাংবাদিক বিরোধী স্বরকে নির্বিচারে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। আইন ভেঙে নয়, আইন মেনেই তা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, আইনের অপব্যবহার হয়েছিল। রাহুলের ক্ষেত্রেও কি সেই একই ঘটনা ঘটল?

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এবং সাবেক প্রদেশ সভাপতি আব্দুল মান্নান মনে করেন, ''জরুরি অবস্থার সঙ্গে এই সময়কে তুলনা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জরুরি অবস্থা কিছু নির্দিষ্ট কারণে ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই সময়ের নিরিখে তা ছিল অনিবার্য। বর্তমান শাসক সব কিছুর উর্দ্ধে চলে গেছে। রাহুলের সঙ্গে যা হয়েছে, তা অভূতপূর্ব।'' মান্নানের বক্তব্য, বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক ফ্যাসিস্টের মতো কাজ করছে। রাহুল সেই অর্থে কোনো অন্যায় করেননি।

একটি পদবিকে সরাসরি 'চোর' বলে দেওয়া কি অন্যায় নয়? অবমাননাকর নয়? রাহুল গান্ধীর হয়ে আদালতে লড়াই করছেন কিরিত পানওয়ালা। প্রবীণ এবং বিচক্ষণ এই আইনজ্ঞের মতে, রাহুল কোনো অন্যায় করেননি। রাজনৈতিক বক্তৃতায়, বিশেষ করে নির্বাচনী সভায় কথাচ্ছলে এমন অনেক কথা চলে আসে, যা সাধারণত ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। রাহুলের ওই মন্তব্যও ছিল একটি হাল্কা উক্তি। বস্তুত, ওই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করার জন্যই তিনি ওইভাবে বাক্যগুলিকে সাজিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী এর বিরুদ্ধে আদালতে যেতেই পারেন। ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতেই পারেন। কিন্তু তা ব্যক্তিগতভাবে মোদীকেই করতে হতো। পূর্ণেশ তা মোদীর হয়ে করে দিতে পারেন না। বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু কিরিতের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন। তার বক্তব্য, ''রাহুলের মাপের একজন নেতা যখন জনসভায় কথা বলেন, তখন তিনি একটি পদবি নিয়ে এমন অপমানজনক মন্তব্য করতে পারেন না। আদালত সে কথাই বলেছে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছে।'' সায়ন্তনের আরো বক্তব্য, এর সঙ্গে বাকস্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। বাকস্বাধীনতার নামে কেউ যা খুশি তাই বলতে পারেন না। তৃণমূলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের বক্তব্য, ''বিজেপি আসলে বিরোধীশূন্য ভারত তৈরি করার চেষ্টা করছে। রাহুলের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং তাকে সাংসদপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া তার অন্যতম উদাহরণ।''

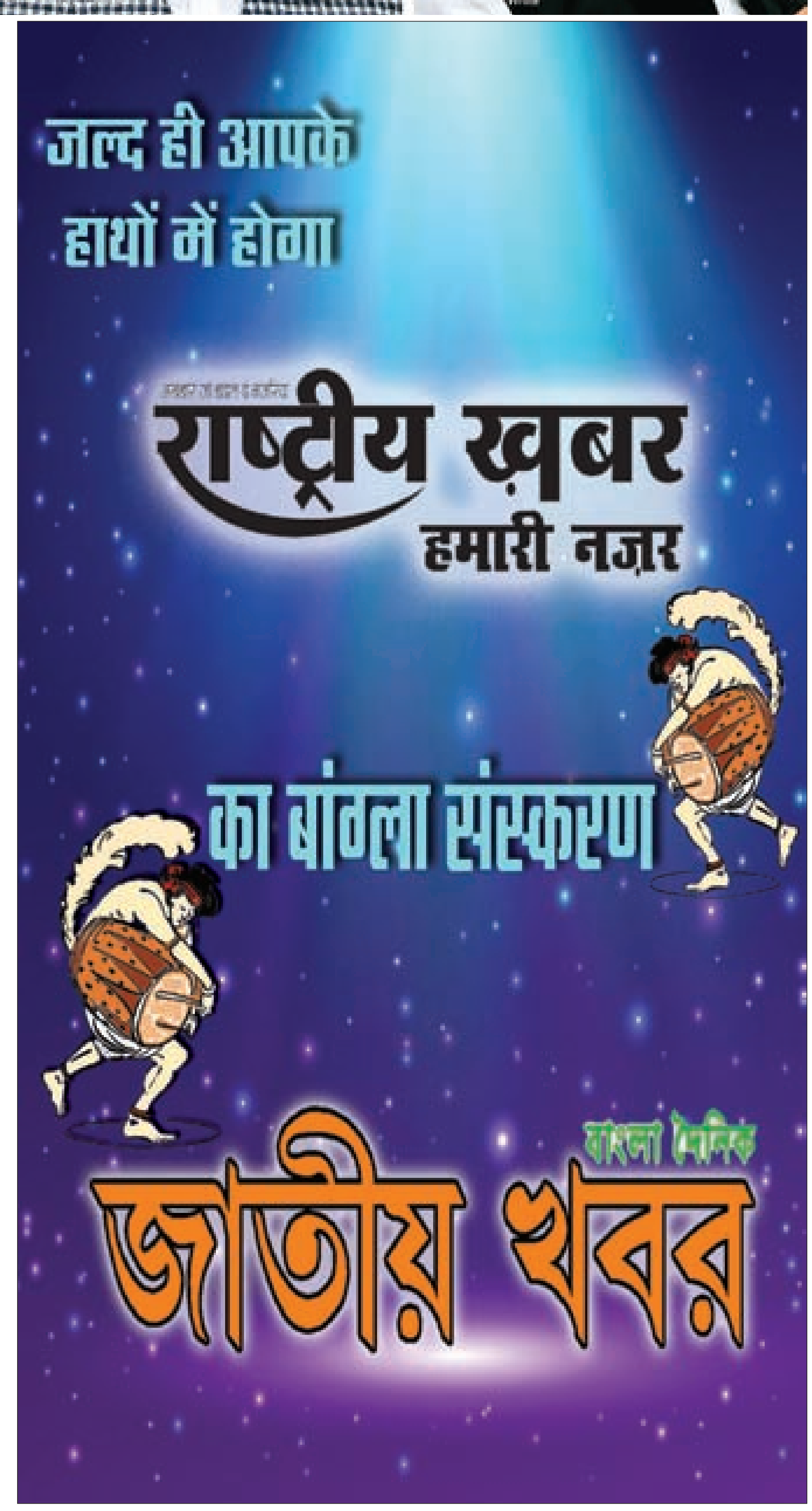

কলন্দরিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা রোজা পালনের মধ্যেও রাম নবমীর শোভাযাত্রায় জল বিতরণ করেন

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। কোডারমা থানা এলাকার অন্তর্গত নগরখাড়া জলওবাদে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে রামনবমী মিছিল বের করা হয়। মিছিলে রাম ভক্তদের ডিজে বাজিয়ে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের নজির দেখা গেল জলওয়াবাদে। যেখানে কালান্দারিয়া অ্যাসোসিয়েশন ট্রাস্ট রামনবমী মিছিলে অংশ নেওয়া লোকদের জলের বোতল বিতরণ করে এবং রাম ভক্তরাও মুসলিম যুবকদের জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানান। ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফয়েজ ওয়ার্সি বলেন, আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা বাড়ানোর লক্ষ্যে জলের বোতল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই প্রখর রোদে অনেক দূর থেকে মিছিলের সঙ্গে জড়িতরা আসেন। ওয়ার্সি বলেন, আমাদের সংবিধানে দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা এবং একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের কথা বলা হয়েছে। এই কারণেই আমরা সবাই উৎসব উপভোগ করি। আজ রাম নবমী এবং আমরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত। জেলায় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়েছে রাম নবমী উৎসব। এই কর্মসূচি সফল করতে ট্রাস্টের সভাপতি হাজী আফতাব আলম, সেক্রেটারি মো সাকিব, কোষাধ্যক্ষ মো শাহবাজ প্রিন্স, আয়াজ, ব্যালিস্টার, মো রিয়াজ, প্রভেজ, মো ইরশাদ, দানিশ হায়াত, গোলাম মোস্তফা, ফাইজান, আনাস প্রমুখের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন রামভক্তরা

রাম নবমী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী মনোজ কুমার ঝুনু, গজেন্দ্র রাম প্রমুখ মুসলিম যুবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এটি একটি ভাল পদক্ষেপ যে তারা এই উপলক্ষে আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে এসেছেন এবং আমাদের জলের বোতলও দিয়েছেন, আমরা তাদের এই মহৎ পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

রাম নবমীর মিছিলে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেছে। এসডিও সন্দীপ কুমার মীনা, এএসপি প্রবীণ পুষ্কর এবং কোডারমা থানার ইনচার্জ দ্বারকা রামকে জলওয়াবাদে মিছিলের আগে পুলিশ বাহিনীর সাথে হাঁটতে দেখা গেছে।

এলাকার উন্নয়ন হয়নি, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে বেশ কয়েকটি পরিবার

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়ন পৌঁছে গেছে বলে দাবি করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়িয়ালটারি এলাকার চিত্রটা একটু ভিন্ন। গাড়িয়ালটারির সিং পাড়ায় প্রায় ২৫-৩০ টি পরিবারের মানুষ বসবাস করে। এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ যেমন পৌঁছায়নি তেমনি রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের সুবিধা পায়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। তাই বাধ্য হয়ে রবিবার সন্ধ্যায় গাড়িয়ালটারি সিং পাড়া এলাকার শতাধিক মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়, ধূপগুড়ি পশ্চিম মন্ডল সভাপতি কমলেশ সিংহ রায়, সহ অনেকে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে দলবদলে চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে।

পরিযায়ী পাখির প্রাণ বাঁচালো গাজলের ভিডিও

মালদা ঃ ঘুড়ির সুতোই আটকে থাকা পরিযায়ী পাখির প্রাণ বাঁচালো গাজলের ভিডিও উষ্ণতা মুক্তান। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন বিডিওর বাংলোর কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও উষ্ণতা মুক্তানের বাংলোর কাছেই ঘুড়ির সুতো এবং গাছের সঙ্গে আটকে থাকা একটি পরিযায়ী পাখি দীর্ঘক্ষণ ধরে ছটফট করছিল। অনেক রকম ভাবে সেই পাখিটিকে ঘুড়ির সুতোর আটকানো জাল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু কোনরকম ভাবেই তা সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরের। গাজোলের বিডিও উষ্ণতা মুক্তানের ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি ব্লক অফিস চত্বরে পৌঁছায় বনদপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর অবশেষে ওই পরিযায়ী পাখিটিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। বিডিও'র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার আশেপাশের সাধারণ মানুষ।

বনদপ্তরে এক কর্মী জানিয়েছেন, ঘুড়ির সুতার সঙ্গে পেঁচিয়ে গিয়েছিল ওই পরিযায়ী পাখিটি। এই ধরনের পাখি গাজোলের আদিনা ফরেস্টেই মূলত প্রজনন ঘটাতে আসে। তবে এদিনের ওই পাখিটিকে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। তারপরে সেটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর ছেড়ে দেওয়া হয় আদিনা ফরেস্টে।

মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করেএলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের

শিলিগুড়ি ঃ একটি মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির আপার শান্তিপাড়া এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার একটি বহুতল একটি মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। তবে এর বিরুদ্ধে বিগত তিন মাস ধরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীরা। তাদের অভিযোগ এই এলাকা জনবসতিপূর্ন। এখানে এই মোবাইল টাওয়ার তৈরি হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সাধারণ মানুষের নানা শারীরিক সমস্যাও হতে পারে যেই কারণে তারা এর বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানায়। এতদিন ওই কাজ বন্ধ ছিল। তবে আজ ফের কাজ শুরু হওয়ায় প্রতিবাদ দেখায় তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

পয়লা এপ্রিল থেকে লেন্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আবৃত্তি উৎসব

কোচবিহার ঃ আবৃত্তি নীড় সংস্থার ৩১তম বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী পয়লা এপ্রিল কোচবিহার লেন্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আবৃত্তি উৎসব। আজ কোচবিহার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আবৃত্তি নীড় সংস্থার পক্ষ থেকে লিজা চক্রবর্তী জানান, আগামী পয়লা এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তাদের এই উৎসব চলবে।সকাল ৯ টায় প্রথমে কোচবিহার সাগরদিঘীর চারিদিকে একটি শোভাযাত্রার অনুষ্ঠিত হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কাজ করছে এই ধরনের ১৬ টি সংস্থাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এছাড়াও সন্ধ্যায় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে তিনি জানান।আবৃত্তি উৎসব নিয়ে এদিন আবৃত্তি নীড় সংস্থার সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল।

রাহুল গান্ধীজীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে আজ ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন

আলিপুরদুয়ারঃ অনৈতিক ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আপোষহীন নেতা রাহুল গান্ধীজীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে আজ ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশ পুতুল দাহ করে ফালাকাটা ট্রাফিক মোরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সহ সভাপতি মৃন্ময় সরকার। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সোস্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান সন্দীপ বোস, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্যামলা ওঁরাও, আলিপুরদুয়ার জেলা যুব কংগ্রেস সাধারন সম্পাদক রাজু সাহা,ফালা কাটা ব্লক কংগ্রেসের সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারন সম্পাদক শ্যামল সুত্রধর,ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস নেতা নারায়ন সাহা, তপসের আলি, রমজান আলী, সংখ্যা লঘু নেতা আমির হোসেন, যুব নেত্রী সুনিতা ওঁরাও, ও অন্যান্য অঞ্চল নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

নিজের ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে চালকের মৃত্যু

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিজের ট্রাক্টরে চাপা পড়ে ট্রাক্টর চালকের মৃত্যুতে চোপড়া থানার লালবাজার গেন্নামোর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত ট্রাক্টর চালক জরিফুল ইসলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে দেহ পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই দশক ধরে ট্রাক্টর চালিয়ে আসছেন চোপড়া থানার ঘিরনীগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের গরুবান গোয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী জরিফুল ইসলাম। প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার ট্রাক্টর নিয়ে জমিতে কাজে যাওয়ার সময় লালবাজার গেন্নামোর এলাকায় ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেলে ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে যায় জরিফুল। স্থানীয়রা ছুটে এসে জরিফুলকে উদ্ধার করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

বিজেপি পুলিশ ব্যাপক ধ্বস্তাধস্তি,কর্নজোড়া ডিএম অফিসের সামনে

উত্তর দিনাজপুরঃ রায়গঞ্জের কর্নজোড়ায় বিজেপির ডিএম অফিস ঘেরাও কর্মসুচীতে বিজেপি পুলিশ ব্যাপক ধ্বস্তাধস্তি, ধুন্ধুমার।ডিএম অফিসের সামনের গেটে ভেঙে ঢোকার চেষ্টা।

গেটের শেকল সহ লক ছিড়ে গেট ভেদ করে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা।বাধা পেয়ে গেটের সামনেই বসে চোর, চোর শ্লোগানে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির।।

বিরশা মুন্ডার মূর্তি ভাঙলো দুস্কৃতিরা প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিক্ষোভ আদিবাসী সমাজের

ডুয়ার্স ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরশা মুন্ডার মূর্তি ভেঙে দিল দুস্কৃতিরা। এতেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজ। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল কয়েকশ মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের ইন্ডং চাবাগান মোরে। জানাগেছে, গত কয়েক বছর আগে ইন্ডং মোরে আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরশা মুন্ডার এক পুর্ন দৈঘের মর্মর মুর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। বছরের বিভিন্ন সময়ে এই মুর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পার্ঘ দিতেন আদিবাসী সমাজের মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ। অনেকেই আসা যাওয়ার সময় বিনম্র শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করতেন। এহেন এক শ্রদ্ধেয় মানুষের মর্মর মুর্তি রবিবার রাতে কিছু দুস্কৃতি ভেঙে দেয়। সকাল হতেই এই ঘটনা স্থানীয় মানুষের নজরে আসে। খবর পেয়ে আশ পাশের চাবাগান থেকে ঘটনাস্থলে সমবেত হয় কয়েকশ মানুষ। তারা প্রতিবাদে রাজ্য সরক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবী করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেটেলি থানার পুলিশ। প্রায় ৪ ঘঃটা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভকারীরা শান্ত হয়। পথ অবরোধ তুলে নেয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আদিবাসী সমাজের নেতা খ্রিস্টান খাড়িয়া, এনি কুজুর জানান, ভগবান বিরশা মুন্ডা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমরা তাকে ভগবান রুপে শ্রদ্ধা করি। তিনি শুধু আদবাসী সমাজের কাছে নয়, দেশের আপামর মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়। এই রকম একজন মানুষের মুর্তি ভাঙা নিন্দনীয় অপরাধ। আমরা প্রশাসনের কাছে কয়েকটি দাবি রেখেছি। প্রথমত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত সরকারি উদ্যোগে আগামী ৭ দিনের নতুন মুর্তি বসাতে হবে।তৃতীয়ত এখানে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নিয়মিত পুলিশের টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পেয়েছি তাই পথ অবরোধ তুলে নিলাম। যদি কথা মতো কাজ না হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।মেটেলি থানার সুত্রে জানাগেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুত দুস্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা হবে।তবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ডুয়ার্সের সর্ব স্তরের মানুষ।

তৃণমূলের অনেক দুর্নীতির উল্লেখ করে, বিজেপি বিভাগীয় শাসকের কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে

শিলিগুড়ি ঃ শাসকদল তৃণমূলের একাধিক দুর্নীতির কথা তুলে মহকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলি দিলেন দার্জিলিং জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা, তাদের দাবি তৃণমূলের নেতাদের তাদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়া নদী থেকে বালি চুরি, সহ একাধিক দাবি জানিয়ে মহকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সোমবার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বিজেপির কর্মকর্তারা। বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ মাটিগাড়া নকশাল বাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, খরিবারির বিধায়ক দুর্গা মুরমু, বিজেপি নেতা নান্টু পাল রাজু সাহা একাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা, প্রথমে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তারা এরপর মহাকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন তারা

(পৃষ্ঠা ১এর শেষ)

ভারতীয় গণতন্ত্র, নরেন্দ্র....

নরেন্দ্র মোদীর থেকে এখনও রাহুলের অবস্থান জনপ্রিয়তার নিরিখে খুবই তলানিতে। ঠিকই, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। আবার এটাও ঠিক, যদি সত্যি রাহুলকে দু'বছরের জন্য জেল খাটতে হয় এবং ছ'বছরের জন্য ভোটে তিনি দাঁড়াতে না পারেন, তাহলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, এখনই বলা কঠিন। কংগ্রেস নেতাদের আশা, উচ্চ আদালতে এই রায় টিকবে না। তেমন যদি হয়ও, এই আঘাত কি রাহুলকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল? তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মনে রাখতে হবে রাহুল একজন শহিদের পুত্র। এই পরিচয় সবসময়ই রাহুলের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি গুরুত্ব যোগ করে। রাহুলের এবং কংগ্রেসেরও যেটা বড় আসুবিধার দিক সেটা হল ভোটে একের পর এক হার। এবছর এখনও পর্যন্ত তিনটি রাজ্যে ভোট হয়েছে, তিনটিতেই কংগ্রেসের ফল গোহারা। সামনেই কর্নাটকের ভোট। এখানে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোদী শাহের দোর্দণ্ড প্রচারের মুখে কংগ্রেস কতদূর সফল হবে তা নিয়ে সংশয়ও আছে। কংগ্রেস যদি কর্নাটক জেতে, তাদের মনোবল বাড়বে। আর যদি উল্টোটা হয়, সর্ব ভারতীয় ক্ষত্রেই কংগ্রেসের গুরুত্ব আরো কমে যাবে। একটা ব্যাপার ঘটছে।

রাহুল যে ভাবে কোণঠাসা হয়েছেন, তা দেখে রাজ্যে রাজ্যে বিরোধীদলের নেতা নেত্রীরা কিছুটা বিস্মিত। এবং আজ রাহুল, কাল কে? এই প্রশ্নও হয়তো উঠেছে। দেখা যাচ্ছে অন্তত এই মুহূর্তে, রাহুলের পিছনে প্রায় সব দলই এসে দাঁড়িয়েছে, এখনও পর্যন্ত সেই ছবিটা স্পষ্ট। ভবিষ্যতে যে সেটা ঝাপসা হবে না, তা অবশ্য এখনই বলা কঠিন। এটা ঠিক যে রাহুল গান্ধী জনপ্রিয়তায় বহু পিছিয়ে নরেন্দ্র মোদীর থেকে। আবার এটাও ঠিক, রাহুল গান্ধীই দেশের একমাত্র বিরোধী নেতা যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপের বিপরীতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলে চলেছেন। তার মতে, 'ঘৃণার বাজারে প্রেম বিলোতে এসে' হয়তো কোথাও বেশি বলে ফেলেছেন, হয়তো কোথাও বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, হয়তো কোথাও অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বিরোধী পরিসরে দেশে যত নেতা নেত্রী আছেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে, তাঁর শিরদাঁরাই সব থেকে সোজা, তাঁর মাথাটাই সব থেকে উঁচু, অন্তত এই মুহূর্তে। নেহরু গান্ধী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের এই নেতাকে কিছু দিন আগেও যতটা এলেবেলে মনে হচ্ছিল, ভারত জোড়ো যাত্রার পর কিন্তু অনেকটাই পরিণত রাহুলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতীয় গণতন্ত্রের সুস্বসাস্থ্যের জন্য অন্যতম শর্ত হল একজন উঁচু মাপের বিরোধী নেতা। আর এই ব্যাপারে রাহুলই এখনও পর্যন্ত বাকিদের থেকে এগিয়ে। সেই অর্থে কংগ্রেসের পরবর্তী পদক্ষেপগুলির দিকে শুধু কংগ্রেস সমর্থকেরা তাকিয়ে নেই। দেশের বহু মানুষও তাকিয়ে আছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতে বসবে জি২০'র বৈঠক। ওই সময়ে সারা পৃথিবীর একটা বড় অংশের নেতা নেত্রীরা আসবেন ভারতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে 'মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি' বিশ্ব গণতন্ত্রের জননী হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে চাইছেন। এরকম একটা সময়ে যদি বিদেশি রাষ্ট্রনায়করা দেখেন ভারতের বিরোধী নেতা কারাগারে বন্দি, তাতে কি ভারতের সম্মান বাড়বে?বিদেশিদের কাছে সঠিক বার্তা যাবে? সফল হবে কি 'মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি' প্রকল্প? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বিজেপিকেই দিতে হবে।

লরির ধাক্কা মৃত্যু হল এক ভ্যানচালকের আহত হয়েছেন আরো একজন

মালদা ঃ লরির ধাক্কা মৃত্যু হল এক ভ্যানচালকের আহত হয়েছেন আরো একজন। আহত চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। মর্মান্তিক পথে দুর্ঘটনা ঘটেছে সোমবার দুপুরে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার সুজাপুর স্ট্যান্ডে। মৃত ভ্যান চালকের নাম বিশু শেখ বয়স(৫০) বছর আহত হয়েছেন আমির শেখ বয়স(৪৫) বছর। বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানারপুর কুড়োল পাড়া এলাকায়। পরিবার স্থানের সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো আজ দুপুরে ভ্যান চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল বিশু সেখ। ফেরার সময় সুজাপুর স্ট্যান্ডে পেছনদিক থেকে একটি লরি সজরে ধাক্কা মারে ভ্যানটিকে। ঘটনাস্থলাই গুরুতর আহত হন দুইজন তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আনা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জরুরি বিভাগের কর্মরত চিকিৎসকেরা ভ্যানচালকের মৃত বলে ঘোষণা করে। আমির শেখ বর্তমানে চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনা শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত ভ্যান চালকের পরিবারসহ গোটা গ্রাম।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বাঁধের দাবিতে সরব হচ্ছেন গ্রামবাসীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের চাপড়েরপার ১ গ্রামপঞ্চায়েতের চেংপাড়া গ্রামে বাঁধের দাবিতে সরব এলাকাবাসী। সোমবার গ্রামবাসীরা বাঁধের দাবিতে সেচদফতরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন সেচ দফতরের আধিকারিক কে।তিনটি নদী বেষ্টিত এই চেংপাড়া গ্রাম।এখানে একটি অসমাপ্ত বাঁধ গত বন্যায় ভেঙ্গে গেছে।কিন্তু বাঁধ তৈরি হয়নি।ফলে আগামী বর্ষায় এই গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।আশংকা গ্রামবাসীদের।এর আগে এ নিয়ে পথ অবরোধ হলে আধিকারিক ও মহকুমাশাসক আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি।পঞ্চায়েত ভোটের মুখে তাই বাঁধের দাবিতে সরব হচ্ছেন গ্রামবাসীরা।ভোট বয়কট করবেন কীনা তা গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

উত্তর পত্র পরীক্ষকের কাছ থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এখন প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের দিকে

মালদা ঃ বিএ থার্ড সেমিস্টারের দশটি উত্তর পত্র এক পরীক্ষকের কাছ থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এখন প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের দিকে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ওই কলেজের এক অধ্যাপক তথা পরীক্ষকের উদাসীনতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যদিও এব্যাপারে পাল্টা ওই পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুরব্যবহারের অভিযোগ এনেছে। ওই পরীক্ষকের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তার ভুলেই যে ১০ জন পরীক্ষার্থীর থার্ড সেমিস্টারের বাংলার উত্তরপত্র উধাও হয়ে গেছে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।এব্যাপারে সোমবার বিকেলে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার । তিনি এদিন সোজাসাপটা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, একজন পরীক্ষকের ভুলের মাশুল এখন ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীকে দিতে হবে। কিভাবে থার্ড সেমিস্টারের দশটি উত্তর পত্র উধাও হয়ে গেল সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু জানা যাচ্ছে না । গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সামিনেশন মনিটরিং কমিটির পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এখন তাদের সিদ্ধান্তের উপরই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন অধ্যাপকদের মধ্যে একটি গোলমালের ঘটনা ঘটে। সেখানে মালদার একটি কলেজের এক অধ্যাপককে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। তারপরে সেই অধ্যাপক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরের সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরনায় বসে। আর এই ঘটনার পিছনে যে এই খাতা হারানোর বিষয় লুকিয়ে রয়েছে তা এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সামনে এসেছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার জানিয়েছেন, থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর গত ১৭ মার্চ খাতা জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন ছিল। কিন্তু সেই দিন ওই পরীক্ষক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় খাতা জমা দিতে আসেন নি পরবর্তীতে ২০ মার্চ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গাড়ি পাঠিয়ে ওই পরীক্ষকের কাছে খাতা আনার জন্য যান। কিন্তু সেদিনও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ২৪ মার্চ ওই পরীক্ষক নিজের খেয়াল খুশি মতো এসে থার্ড সেমিস্টারের বাংলা উত্তর পত্রের খাতা জমা করেন। সেখানে দশটি খাতা নিখোঁজ রয়েছে, সে ব্যাপারে বলতে গেলে পাল্টা ওই পরীক্ষক আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এবং সমস্ত খাতা অফিস ঘরে ছিটিয়ে চলে যান। এখন যে ১০ টি রোল নম্বরের খাতার কোনো খোঁজ নেই । এনিয়ে থার্ড সেমিস্টারের রেজাল্ট তৈরি করতে গিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। ১০ জনের খাতার না থাকলে ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে চরম সমস্যা দেখা দিবে। পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের বিষয় আছে। কাজেই সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে । এখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপরই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মানুষ রাহুলকে 'নন পারফর্মিং' পাপ্পু ভাবে : নাকভি

নয়া দিল্লি : সম্প্রতি সুরাতের আদালত মানহানির মামলায় রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। তারপর আইনানুসারে রাহুলের সাংসদপদ খারিজ হয়েছে।

এরপর রাহুলকে অবিলম্বে সরকারি বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সব বিরোধী দল রাহুল তথা কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। রাহুলের অভিযোগ, ভারতে মতপ্রকাশের অধিকার নেই। তিনি আদানি নিয়ে সংসদে বলতে চেয়েও পারেননি। আর মোদীদের বিরুদ্ধে জনসভায় যা বলেছিলেন, তা সত্যি এবং তিনি তার থেকে পিছু হঠবেন না। এসব বিষয় এবং বিজেপির কৌশল নিয়ে কথা বলেছেন বিজেপি নেতা ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি।

সম্প্রতি মানহানির মামলায় রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের সাজা দিয়েছে আদালত। তারপর এই সিদ্ধান্তের একটা বিশাল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কীভাবে দেখছেন এই ঘটনাকে?

মুখতার আব্বাস নাকভি : প্রথমে আমি বলব, এটা পুরোপুরি আদালতের বিষয়। কংগ্রেস ও তার নেতার সামনে বিকল্প তো আছে। তারা উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে পারে। এটা তো কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, আইনি বিষয়। কিন্তু এই অ্যাংরি ডাইনেস্টি(ক্রুদ্ধ পরিবারবাদী) চাইছে, তিনি একাই রাজনীতিকে প্রাভাবিত করবেন, সেটা সম্ভব নয়। ২০১৪ সালের পর থেকে এই ডাইনেস্টির চিন্তার কারণ হলো, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরিবারবাদের রমরমার দিন শেষ। মোদীজি সবচেয়ে সফল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ নিজেকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে পরিবারবাদীর মনে হতো, তার পরিবার মানেই হলো গণতন্ত্র, তিনি তো হতাশ হবেনই।

দুটো অভিযোগ কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি করেছে। প্রথমত, তাদের বলতে দেয়া হচ্ছে না। মতপ্রকাশের অধিকারের উপর আঘাত হানছে মোদী সরকার। দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, আদানি নিয়ে সংসদে রাহুল তথা বিরোধীদের একটা শব্দও বলতে দেয়া হয়নি। কী জবাব দেবেন এই অভিযোগের?

নয় বছরে ৯০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরা সংসদে তুলেছে। প্রত্যেকবারই হিট অ্যান্ড রান নীতি(মানে অভিযোগ করেই জবাবের অপেক্ষা না করে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করা বা অচল করার চেষ্টা) নিয়ে চলেছে। এভাবে গণতন্ত্র ও সংসদকে হাইজ্যাক করতে চায় ওরা, সেটা সম্ভব নয়। ২০১৪'র পর প্রতি ছয়মাস পরপর ওরা মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আসে। আসলে পরিবার আজও এটা হজম করতে পারছে না, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোথায় বলতে দেয়া হচ্ছে না? সংসদের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র ওরা বলছেন। যে যাত্রা বের করেছিলেন, সেখানে প্রতিদিন বলেছেন। ওদের তো কোনো আন্দাজই নেই, যেখানে গণতন্ত্র নেই, সেখানে কী অবস্থা হয়। জরুরি অবস্থার সময় কী হয়েছিল। আপনি তো দেশের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই বলছেন। আসলে এদের কাছে কোনো ইস্যু নেই। ওদের তথ্য নেই, যুক্তিও নেই। তাই হিট অ্যান্ড রান ছাড়াও ওদের কোনো নীতি নেই। কংগ্রেস নন পারফর্মিং পার্টি এবং মানুষ রাহুলকে নন পারফর্মিং পাপ্পুর মতো দেখে। কংগ্রেসের ঢোকার রাস্তা শুনশান। বেরোবার গেটে ভিড় লেগে আছে।

আপনার কি তাহলে মনে হয়, কংগ্রেস ও রাহুল এতদিনে একটা ইস্যু বা রাজনৈতিক বিষয় হাতে পেয়েছে?

আমার তা মনে হয় না। আমার উদাহরণ নিন। আমার রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। আমি তখন কেন্দ্রে পূর্ণ মন্ত্রী ছিলাম। তা সত্ত্বেও ছয়দিনের মধ্যে নিজে থেকে বাংলো খালি করেছি। সুষমা স্বরাজ সাংসদ হননি তো ছয়দিনের মধ্যে বাংলো খালি করে দেন। অরুণ জেটলি মন্ত্রী হতে পারেনি তো সরকারি বাংলো ছেড়ে দেন। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে, রাহুল তো তা করলেন না।

কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কংগ্রেস শুধু রাজনৈতিক বিষয় হাতে পেয়েছে তাই নয়, বিরোধীরাও একজোট হয়ে কংগ্রেসের পাশে এসেছে। এতদিন তারা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের চেষ্টা করছিল। এখন কংগ্রেসের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছে, এটা তো বড় ঘটনা।

একটা কথা বলি। যে বিরোধী ঐক্য বা জোটের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যত ছিদ্র, তার থেকেও বেশি নেতাদের মত। আগে তারা ওই ছিদ্র ভরাট করুক, নেতারা একমত হোন, তারপর দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত, বিরোধী ঐক্যের আলাদা কারণ থাকে। জরুরি অবস্থার পর যে বিরোধী ঐক্য হয়েছিল, তা হয়েছিল সংসদের ক্ষমতা বাতিল করা, সব বিরোধী নেতাকে জেলে ভরা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার প্রতিবাদের কারণে। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে সবাই একজোট হয়েছিল। এদের কাছে এখন কী বিষয় আছে? শুধু মোদী হঠাও। যত এরা মোদী হঠাওয়ের কথা বলে, ততই মানুষ বলে, মোদীকে ক্ষমতায় নিয়ে এস। এটাই ফারাক। সাধারণ মানুষ ও পরিবারবাদীদের মধ্যে এটাই ফারাক। যে সব দলের পরিবারবাদ বিপদের মুখে তারা একজোট হচ্ছে। লালু, মুলায়মসহ বিভিন্ন পরিবারবাদী দল একসঙ্গে আসছে।

তাহলে কি ২০২৪-এর ভোটে পরিবারবাদই প্রধান বিষয় হবে?

না, না। সরকারের কাজই প্রধান বিষয় হবে। আপনার মনে থাকবে, যখন জনতা পার্টি সরকারের পতন হয়েছিল, তখন কংগ্রেস বলেছ্লি, তারাই একমাত্র স্থায়ী সরকার দিতে পারে। তারপর বারবার তারা একই কথা বলেছে। মোদীজি কংগ্রেসের প্রচারের মূল বিষয়টিকেই মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। নয় বছর ধরে মোদীজি শাসন করছে। ২০১৪ ও ২০১৯-এ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন। তিনি শরিকদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু স্থায়ী সরকার দিয়েছেন। কোনো পলিসি প্যারালিসিস নয়, নেতার হাতে যে শক্তি থাকে, তা এখানে রয়েছে, এই সরকার দক্ষ, পারদর্শী ও কার্যকর সরকার। মানুষের মনে যে মিথ্যা ভীতি ছিল, কংগ্রেসই স্থায়ী সরকার দিতে পারে, সেই ভুল ধারণা আর নেই। তাই ২০১৪'র পর থেকে কংগ্রেস আর বিজেপিকে আক্রমণ করছে না, মোদীকে করছে। অন্য দলের নেতাকেও আক্রমণ করছে না। তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান মোদীর ভাবমূর্তি ধুলিসাৎ করা। সেজন্যই তারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোদীর সম্পর্কের মতো বিষয় তোলে শুধু তার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে। কিন্তু আসল কথা হলো, মোদী দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

আদানি নিয়ে লোকসভায় আলোচনা হওয়ার ক্ষেত্রে কি বাধা আছে?

কোনো বাধা নেই। সংসদে এর আগে তারা রাফালের বিষয় তুলেছে। ওরা কী বলেছিল? আলোচনা করতে দিলে সংসদ ও দেশে ভূমিকম্প আসবে। ওরা আলোচনা করেছে, ভূমিকম্প তো আসেনি। ওদের দলে বরং এসেছে।তার আগে বলেছিল, নোটবন্দি নিয়ে আলোচনা করতে দাও, আলোচনা হয়েছে। তারা তার আগে অসহিষ্ণুতা নিয়ে আলোচনা করেছে, কৃষি আইন নিয়ে হয়েছে। এইসব আলোচনা একদিন নয়, কখনো ছয়দিন, আটদিন ধরে করেছে। আলোচনা হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে এবং তা বাতিলও হয়ে গেছে। পেগাসাসের ইস্যু ছিল। বলেছিল ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আদানি নিয়েও আলোচনা হত। কিন্তু রাহুল নিজেই বিদেশে বললেন, সংসদে বলতে দেয়া হয় না। আরে আমি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ছিলাম। সেখানে নিয়ম হলো, কেউ বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে, স্পিকার বা চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া তার মাইক অন করা হয় না। প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী নেতা বলতে চাইলেও হবে না। আমাদেরও অনেকবার মাইক অন করা হয়নি। একজনকে স্পিকার বলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আপনি তার মধ্যে বলতে চাইলে স্পিকারের অনুমতি দরকার। মনে রাখতে হবে, সংসদ ও নিয়ম, ঐতিহ্য এবং স্পিকারের নির্দেশ মেনেই চলে।

নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্দিন, ঋণ করে চলছে ৭৪ ভাগ পরিবার

ঢাকা : বাংলাদেশের চার কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্দিন চলছে। এই নিম্ন আয়ের শতকরা ৭৪ ভাগ মানুষই ঋণ করে চলছেন। সহসাই এই পরিস্থিতির উন্নতিও হবে বলেন মনে করছেন না তারা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। সানেমের নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান মনে করেন, তারা ঋণের এই ফাঁদ থেকে বের হতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ তারা বিভিন্ন এনজিও এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়েছেন। বিপরীতে তাদের আয়ও বাড়ছে না। আর ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, এই নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে যারা ফিক্সড ইনকামের তাদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ। যা সঞ্চয় ছিল তাও শেষ। এখন তারা ঋণে জর্জরিত হচ্ছেন। দেশের আট বিভাগের এক হাজার ৬০০ পরিবারের ওপর মার্চ মাসে জরিপ করে সানেম। তবে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-এই ছয় মাসের তথ্য নেয়া হয়েছে। সানেম বলছে যে ৭৪ শতাংশ পরিবার ঋণ করে চলেছে, তাদের ঋণ করা বন্ধ হয়েছে বা বন্ধ হবে, এমন পরিস্থিতি এখনো আসেনি। আর পরিস্থিতি যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে ৮৫ শতাংশ পরিবারের কথা হলো আগামী ছয় মাসে তাদের আরো ঋণ করতে হবে। সঞ্চয় বিমুখ হয়েছে ৫৫ শতাংশ পরিবার। ৮৫ শতাংশ পরিবার মনে করে যে আগামী ছয় মাসে তাদের আরো ঋণ করে চলতে হবে। ৩৫ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে। ওই ছয় মাসে ঋণের উৎস হিসেবে ৪৫ শতাংশ পরিবার বেছে নিয়েছে ক্ষুদ্র ঋণের প্রতিষ্ঠান। ৩৭ শতাংশ পরিবার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। সমবায় সমিতি থেকে ধার করছে ২৩ শতাংশ পরিবার। এ ছাড়া ব্যাংক ও মহাজনি ঋণ নিয়েছে যথাক্রমে ১৪ ও তিন শতাংশ পরিবার। ঋণ করার জন্য আরো অনেক পথ খুঁজছে মানুষ। ৪১ শতাংশ পরিবার বলেছে, ভবিষ্যতে তাদের ভিক্ষা বা শর্তহীন সাহায্য নিয়ে চলতে হতে পারে। টিকে থাকার জন্য শহর থেকে গ্রামে যেতে চায় বেশির ভাগ মানুষ। আয় না বাড়লেও গত ছয় মাসে এসব পরিবারের ব্যয় বেড়েছে ১৩. ১ শতাংশ। ফলে ঋণ করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেনা তারা। তাদের খাদ্য তালিকা কাটছাঁট করতে হচ্ছে। তাই তাদের ৯৬ শতাংশ পরিবার মাংস খাওয়া কমিয়েছে। গ্রাম ও শহরের নিম্ন আয়ের পরিবারের যারা এই জরিপে অংশ নিয়েছে, তাদের ৯০ শতাংশ পরিবার অর্থনৈতিক চাপে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ছয় মাস আগেও যেসব পরিবারে মাসে চার বার মুরগি খেত, এখন তারা দুই বার মুরগি খায়। মাছ খাওয়া কমিয়েছে ৮৮ শতাংশ পরিবার। এ ছাড়া ৭৭ শতাংশ পরিবার ডিম ও ৮১ শতাংশ পরিবার ভোজ্যতেল খাওয়া কমিয়েছে। ৩৭ শতাংশ পরিবার বলেছে, তাদের এখন মাঝে মধ্যে কোনো এক বেলা খাবার না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় খাবার কম খাচ্ছে বলে মনে করে ৭১ শতাংশ পরিবার। ১৮ শতাংশ পরিবারের লোকজন বলেছেন ছয় মাসে এমন কিছুদিনও গেছে, যেদিন তাদের পুরো দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। জরিপে অংশ নেয়া পরিবারের মধ্যে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আছে মাত্র ৪০ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার। এর মধ্যে বেশির ভাগ আছে টিসিবির পরিবার কার্ডধারী।

খাদ্যবহির্ভূত পণ্য এবং সেবায়ও নিম্ন আয়ের মানুষ ব্যাপকভাবে খরচ কমিয়েছে। বিশেষ করে পোশাক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জরিপের তথ্য বলছে, শহরের নিম্ন আয়ের পরিবার খাদ্য কিনতে বেশি কাটছাঁট করছে। গ্রামের পরিবারগুলো খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে খরচ কমিয়েছে বেশি। সানেম এই পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, দেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বাজার অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে। ড. সেলিম রায়হান বলেন, তারা ঋণের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। কারণ তারা বিভিন্ন এনজিও এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়েছেন। তাদের আয়ও বাড়ছে না। ফলে তারা এই ঋণ কীভাবে শোধ করবেন সেটাই বড় প্রশ্ন। তিনি বলেন, গত এক বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এরজন্য বৈশ্বিক কারণ আছে তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সংকট একটি বড় কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে বৃহৎ কর্পোরেট খাতের প্রভাব। দেশীয় যেমন আছে আমদানি পণ্যেও আছে। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নেই। তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যার নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ছে। তিনি জানান,সম্প্রতি শ্রম জরিপে দেখা গেছে কৃষিতে শ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। কারণ কৃষিতে এমনিতেই উদ্বৃত্ত শ্রমিক আছে। এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। আর শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান কমেছে। কিন্তু এই দুই খাতে কর্মসংস্থান বাড়লে তা হতো ইতিবাচক। আমরা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্টা ট্রেন্ড দেখছি। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের আয় বাড়ছে না। আমাদের সার্ভে বলছে গত ছয় মাসে তাদের আয় বাড়েনি কিন্তু ব্যয় বেড়েছে অনেক। ড. সেলিম রায়হানের মতে, ''নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দিতে বাজার মনিটরিং যেমন বাড়াতে হবে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও বাড়াতে হবে। আমাদের জরিপে এসেছে এই নিম্ন আয়ের মানুষের শতকরা ২৮ ভাগ টিসিবির ওএমএস কর্মসূচির সুবিধা পান। আর শতকরা ৪০ ভাগ ওএমএসসহ আরো যে কর্মসূচি আছে সরকারের তার সহায়তা পান। ৬০ ভাগ নিম্ন আয়ের মানুষ কোনো ধরনের সহায়তা পান না। ইএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিস্ট ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, জরিপের বাইরে গিয়ে বাস্তবেও আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ কিছু পণ্যের দাম কমে এলেও আমাদের এখানে কমছে না।

রাজনীতির নতুন অস্ত্র আইন

কলকাতা : ভারতে লোকসভা থেকে রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেছে। গুজরাটের একটি নিম্ন আদালতের রায়ে পদটি গেছে তার। এনিয়ে আইনগত লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, রাহুল গান্ধী উচ্চ আদালতে যেতে পারবেন।

তিনি যে তা করবেন, এটা নিশ্চিতই বলা যায়। উচ্চ আদালতে যাওয়া, আইনগত এই লড়াই নিয়ে হয়তো আরও অনেক আলোচনা হবে, রাজনীতিও হবে। কেবল ভারতেরই নয়, হয়তো সারা দুনিয়ারই দৃষ্টি থাকবে এদিকে। বিষয়টি এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানির মতো দেশ স্পষ্টও করেছে। জানিয়েছে তারা আইনি লড়াইয়ের এই যাত্রাপথটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। উচ্চ আদালত থেকে কী রায় আসবে তা নিয়ে আগাম ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই, সেটা শোভনও হবে না। তবে উচ্চ আদালত থেকে রায় যেটাই আসুক, তার সঙ্গে কিন্তু লোকসভার সদস্যপদ বাতিলের বিষয়টি তেমন একটা সম্পর্কিত নয়। কারণ আইন হচ্ছে, যে অভিযোগ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে উঠেছিল তাতে যদি নিম্ন আদালত তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়, পদ যাবে তার লোকসভা থেকে। আদালতে যে মামলা হয়েছিল তাতে অভিযোগ ছিল রাহুল নাকি একটি গোত্র বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে অবমাননাকর বক্তব্য রেখেছেন। ঘটনাটি ২০১৯ সালের। তখন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণাকালে কর্ণাটকে এক সভায় রাহুল গান্ধী দেশে চলমান দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছিলেন। তখন বেশ আলোচনা চলছিল আইপিএল-এর কর্মকর্তা ললিত মোদী ও হিরক ব্যবসায়ী নীরব মোদীর অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারী নিয়ে। আর সারাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেস তো 'চৌকিদার চোর হ্যায়' শ্লোগানের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদী প্রতিও দুর্নীতির ইঙ্গিত করছিল। এই সব মিলিয়ে রাহুল যে মন্তব্যটি করেছিল সেটা এরকম সব চোররা কেন তাদের পদবী 'মোদী' ব্যবহার করে? এমন মন্তব্যের পর গুজরাটের সাবেক এক মন্ত্রী, বিজেপি নেতা, পুর্ণেশ মোদী মানহানির মামলা করেন রাহুলের বিরুদ্ধে। তার অভিযোগ, এমন বক্তব্যের মাধ্যমে আসলে সমগ্র মোদী সম্পদায়ের মানহানি করা হয়েছে। গুজরাটের সুরাট আদালত এই ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ সাজা, সেটাই দিয়েছে রাহুলকে, দুই বছরের কারাদণ্ড। আর ভারতের আইন বলছে, কোনো সংসদ সদস্যের দুই বছরের কারাদণ্ড হলে, সঙ্গে সঙ্গেই তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। রাহুল গান্ধীকে নিয়ে এসব ঘটনা এমন এক সময়ে হলো,যখন ভারতের নির্বাচনের মাত্র আর একবছর বাকি। যদিও পুরো বিষয়টি দৃশ্যত আইনগত, তারপরও এর পেছনের রাজনীতিটাই এখন সামনে চলে এসেছে। কেউ কেউ বলছেন গত কয়েকমাস ধরে 'ভারত জোড়ো' কর্মসূচির মাধ্যমে রাহুল গান্ধী এরই মধ্যে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কংগ্রেসের মরা গাঙে যেন জোয়ারের ঢেউ লেগেছে। নরেন্দ্র মোদীর বিপরীতে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাহুলের চেহারাটা এখন অনেকের কাছেই এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করেছে। এসব বিষয়কে বিজেপি কিংবা খোদ নরেন্দ্র মোদী ভালো চোখে দেখছে না। সে কারণেই তারা চাচ্ছে আসন্ন নির্বাচনে রাহুলকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে রাখতে। আর তাই দ্রুততার সঙ্গে এই রায় ও তার বাস্তবায়ন। ভারতের বেশ কটি রাজনৈতিক দল এই ঘটনার পিছনে রাজনীতি দেখছে। তারা রাহুল গান্ধীর প্রতি তাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে ১৪টি রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটা লিখিত অভিযোগ করেছে। তারা বলেছে, ফেডারেল সরকার বিজেপি-বিরোধীদের হয়রানি করার জন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলোর ক্ষমতাকে অপব্যবহার করছে। আর রাহুল গান্ধী নিজে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, সংসদে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জানতে চেয়েছেন, বিতর্কিত ব্যবসায়ী গৌতম আদানির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কটা আসলে কী? প্রশ্ন করেছেন, আদানির শেল কোম্পানিতে যে ২০ হাজার কোটি রুপির বিনিয়োগ, সেটা আসলে কার অর্থ? রাহুলের এসব অভিযোগ বা বক্তব্যকে সংসদ ভালোভাবে নেয়নি। তার বক্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। রাহুলের ভাষায়-সংসদে যখন তিনি এসব প্রশ্ন তোলেন, তখন তিনি নরেন্দ্র মোদীর চোখেমুখে একধরনের আতঙ্ক দেখেছেন। সেজন্যই তারা তার বক্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করেছে। সংসদে আগামী অধিবেশনগুলোতে তিনি যাতে এই প্রশ্নগুলো আরও বিস্তারিতভাবে না তুলতে পারেন, সেজন্যই পুরানো একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাকে লোকসভার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি একথাও বলেছেন, সংসদের বলতে না দিলেও তিনি এ প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করতেই থাকবেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আদানি আর মোদী আসলে একই। যে বিমানে প্রধানমন্ত্রী যাতায়াত করেন, সেখানে তার সঙ্গে আদানিও ছিলেন। তিনি বলেন, এই দেশে গণতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। মানুষকে প্রশ্ন করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের মনে যা কিছু আছে তা উচ্চারণ করা যাচ্ছে না। দেশের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, সেগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই আক্রমণের মেকানিজমটা কী? সেই মেকানিজমটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী আর আদানির পারস্পরিক সম্পর্ক। বিজেপি আদানিকে কেন প্রটেক্ট করছে? কারণ একটাই, আসলেই বিজেপিই আদানি। ঠিক এই জায়গাটিতে এসেই আমার একটু তুলনা করতে ইচ্ছা করছে। বিরুদ্ধ মতকে দমন করতে আদালতকে ব্যবহার করার প্রবণতা কি আমাদের দেশেও দেখা যায় না? বিএনপির এমন নেতা কয়েক হাজার আছেন, যাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অর্ধশতাধিক মামলা রয়েছে। কেবল জাতীয় পর্যায়েই নয়, এমনকি জেলা বা উপজেলা পর্যায়েও এমন নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নামে কোনো মামলা নেই। মামলা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে বিরুদ্ধ মতকে থমকে দেওয়ার একটি হাতিয়ার। সেই সঙ্গে এই হাতিয়ারের যথেচ্ছ প্রয়োগও চলছে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কারাদণ্ড, উচ্চ আদালতে সেই সাজা আরও বেড়ে যাওয়া, তার জেলে যাওয়া-এই সবই হয়তো বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু আইনের বাইরেও 'পাবলিক পারসেপশন' বলে একটা কথা থাকে। সেই পারসেপশনের হয়তো কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। কিন্তু তারপরও সেটাকে একেবারে উপেক্ষা করাও বোধকরি সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ নয়। সেই পারসেপশনে রাহুল গান্ধী কিংবা খালেদা জিয়ার প্রতি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে কতটুকু আরামদায়ক হিসাবে বিবেচনা করা যায়-সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। বলা হয়ে থাকে, গত কয়েক বছর ধরেই ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে ভারত তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য হারাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রের আচরণে সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িকতার ছায়াও দেখছেন অনেকে। এতো অধোগতির পরও তাদের পরিস্থিতি কি আমাদের চেয়ে অনেকটাই ভালো নয়? অতো ডিটেইলে না যেয়েও, কেবল রাহুল গান্ধীর এই সংবাদ সম্মেলনটির কথা ধরা যাক। রাহুল কিন্তু সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য করে। তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের দেশেও আমরা কিন্তু দেখি প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে অনেক ব্যবসায়ীই সফরসঙ্গী হন। এদের অনেকের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অসততার অভিযোগও থাকে। তারপরও সেই সব সন্দেহ বা অভিযোগের স্পর্শ কি প্রধানমন্ত্রীকে নিতে হয়? ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম কিন্তু আমাদের দেশেও আছে। যখন নিত্যপণ্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, তখন এ সংক্রান্ত সিন্ডিকেটের কথা প্রকাশ্যেই উচ্চারিত হয়। সেই সিন্ডিকেটে কারা আছে, সেটাও সকলের জানা। সাধারণ মানুষ বা অনেক সময় মিডিয়াতেও নামগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এই জায়গাটাতে অবশ্য ওদের সঙ্গে আমাদের বেশকিছু মিল আছে। ওখানেও বিচার হয় না, এখানেও হয় না। উচ্চারিত অভিযোগ সমূহের বিরুদ্ধে শীর্ষ ধনীদের দুই দেশের সরকারই এক ধরনের প্রটেকশন দেয়। ফলে ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ম্য অনেকটাই বাধাহীন থাকে। রাহুল গান্ধী আগে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ২০১৯ এর নির্বাচনে দল হেরে গেলে পরাজয়ের দায় মাথায় নিয়ে তিনি সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এখন তিনি কেবলই রাজনীতিবিদ। এমনকি যখন তার সদস্যপদ খারিজ হয়নি, তখনও তিনি কিন্তু তার দলের সংসদীয় নেতা হওয়ার জন্য চেষ্টা করেননি। বরং এ পদটি ছেড়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অধীর রঞ্জন চৌধুরীর হাতে। আমাদের দেশে এমন কিছু দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। বরং দেখেছি-সংসদীয় দলের নেতা বা উপনেতা হওয়া নিয়ে একধরনের টানা-হেচড়া, মনোমালিন্য। এই ইস্যুতে জাতীয় পার্টি তো একেবারে ভেঙে যাওয়ারও উপক্রম হয়েছিল। সেই ঝামেলা কিন্তু এখনো মেটেনি। লোকসভায় দেওয়া রাহুল গান্ধী বা তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্রের বক্তৃতাগুলো ইউটিউবের কল্যাণে আমরা সহজেই শুনতে পারি। শাণিত সেসব বক্তব্যে যেরকম যুক্তি অথবা তথ্য-উপাত্ত থাকে, বিস্মিত হতে হয়। ভারতে ভিন্ন অঙ্গনের সেলিব্রেটিদের রাজনীতিতে আসা বা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার একটা বিষয় রয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে থেকেও অনেকে এমপি-মন্ত্রী হন। মৌসুমী সেসব রাজনীতিকও যখন কথা বলেন সংসদে, শুনতে ইচ্ছা করে। বিরোধী পক্ষকে তো বটেই, নিজ দলের নেতাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতেও ছাড়েন না তারা। এই জায়গাটিতে বড় বেশি পিছিয়ে আমরা। শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে দলের কারো পক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন-আমাদের কোনো রাজনৈতিক সম্ভবত সেটা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন না। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হলেও এখন সেটা পাল্টাচ্ছে। বেদনার বিষয় হচ্ছে, পাল্টে নেতিবাচক দিকে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের সেই সৌন্দর্যহানির প্রবণতায় ভারত যেন ক্রমশ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দিকেই অল্প অল্প করে হলেও অগ্রসর হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি যেন ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে। এদেশে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি যেমন এক ব্যক্তি-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, ভারতেও তেমনি প্রতিদিনই যেন বিজেপিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এক ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর উচ্চতা। ব্যতিক্রম সম্ভবত কেবল প্রধান বিরোধী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। দণ্ডপ্রাপ্তির কারণে খালেদা জিয়ার পরিবর্তে বিরোধীদল বিএনপির নেতা এখন তারেক রহমান। কিন্তু তাকে কিছুতেই যেন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে মেলাতে পারছি না। ভারতে রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে না থেকেও অবলীলায় প্রতিবাদের প্রধান মুখে পরিণত হতে পেরেছেন। বরং বিগত নির্বাচনে পরাজয়ের সকল দায় নিজের কাঁধে নিয়ে অবলীলায় সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন। এই যে সভাপতির পদ ছেড়ে দেওয়া, এটা তাকে নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং আরও বড় আসনে তুলে নিয়ে গেছে। তিনিও আরো বেশি জনসম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। 'ভারত জোড়' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি বিশাল দেশের মানুষের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে তোলার কঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন। শারীরিকভাবেই তিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন পুরো দেশজুড়ে। তুলনামূলক আলোচনায় এই জায়গাটিতেই অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন আমাদের প্রধান বিরোধীদলের নেতা তারেক রহমান। ২০১৮ বা ২০১৪ এর নির্বাচনকে যদি বাদও ধরি, তারপরও ২০০৮ এর নির্বাচনে পরাজয়ের দায় কিন্তু বিএনপির কোনো নেতাকেই আমরা এখন পর্যন্ত নিতে দেখিনি। এদেশের মাটিই যেন সেই মানসিকতাকে উৎসাহ দেয় না। সেই ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ কিংবা ২০০৮ এর নির্বাচনের কথা চিন্তা করুন, প্রতিবারই দেখবেন পরাজিত দল কিছুতেই হারকে মেনে নিতে পারেনি। বরং তারা এখানে কোনো না কোনো ষড়যন্ত্র খুঁজে পেতে ঘর্মাক্ত হয়েছে। যে ষড়যন্ত্র দেশের সাধারণ মানুষ দেখেনি, টের পায়নি, সেটা কেবল সেই পরাজিত দলই দেখতে পেয়েছে। এতে ক্ষতি যেটা হয়েছে, পরাজিত দল নিজেদের সংশোধন বা আত্মসমালোচনার প্রয়োজনটা আর অনুভব করেনি। কেবল এই আত্মসমালোচনার বিষয়টিই নয়, জনসম্পৃক্ততার মানসিকতাও যেন দুই দেশের বিরোধী দলীয় নেতার মধ্যে দুই রকম। রাহুল গান্ধী কতটা সহজে সাধারণ মানুষের নিকটবর্তী হতে পেরেছেন, মিশতে পেরেছেন তার বিভিন্ন দৃশ্য আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রায়ই দেখি। কিন্তু এমন কোনো দৃশ্য তারেক রহমানের ক্ষেত্রে বর্তমানে অথবা অতীতে কখনো দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। অথচ রাহুল গান্ধী পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, সেরকম পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন। তারপরও ভারতের অতি নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে অবলীলায় তিনি মিশতে পারছেন, সেসব দৃশ্য অনেককেই আশাবাদী করে তোলে। দুর্ভাগ্য আমাদের, তেমন আশাবাদের স্থান এখানে তৈরি হয়নি। বর্তমান সময়কে যদি আমরা দুঃসহ বিবেচনা করি, গণতন্ত্রহীনতায় যদি ক্লান্তি অনুভব করি, তারপরও আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো মুখ যেন আমরা দেখতে পাই না। ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা সম্ভবত এখানেই।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে এক ভুতুড়ে গ্রামের গল্প

সম্পাদকীয়

বিধানসভায় শাসক বিরোধী পক্ষের মধ্যে তুলকালাম ঃ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উপাধ্যক্ষের পাঁচ মিনিটের জন্য সদন স্থগিতার নির্দেশ

ফের উত্তাল অসম বিধানসভা। ফের সদন মুলতবি। মূলত সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার, অখিল গগৈ বনাম মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা, বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মির মধ্যে শুরু হওয়া প্রচন্ড তর্ক বিতর্কের ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে অসম বিধানসভা। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে অবশেষে উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমোল মমিনকে পাঁচ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করতে হয়েছে। উল্লেখ্য অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্তন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আলোচনার সময়ে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। এরই অংশ হিসেবে সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন বর্তমান বিজেপি সরকার গণতন্ত্রে গরিমা

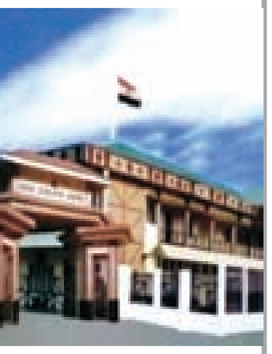

ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণ সম্পূর্ণ পক্ষপাত মূলক ভাবে শাসক পক্ষের বিধায়কদের তুলনায় বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের বিধানসভা কেন্দ্রে কম সংখ্যায় আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করছে সরকার। এক্ষেত্রে তিনি তার কেন্দ্রে মাত্র দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। এর জবাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা মন্তব্য করার পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠেন। এরপরে শুরু হয় প্রচন্ড তর্ক বিতর্ক। বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের সমর্থনে এগিয়ে আসেন বিধায়ক অখিল গগৈ এবং কংগ্রেস এআইইউডিএফ বিধায়করা। একইভাবে বিধায়ক রূপজোতি কুর্মির সঙ্গ দিয়েছেন বিজেপির একাংশ বিধায়ক। একই সঙ্গে বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি তার দিকে আঙ্গুল তুলে মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। দুই পক্ষকে শান্ত হওয়ার জন্য উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমোল মমিন বারংবার অনুরোধ জানালেও শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই এর তোয়াক্কা করেনি। ফলে অবশেষে প্রায় বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সদন ৫ মিনিটের জন্য স্থগিত করে দেন উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমোল মমিন। অন্যদিকে এর আগে প্রশ্নোত্তর কালে কংগ্রেস থেকে নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদ ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে উত্থাপন করা নিজের এক প্রশ্ন প্রসঙ্গে নাম উল্লেখ না করে রাজ্যের প্রাক্তন তিনবারের কেবিনেট মন্ত্রী এবং বর্তমানের কংগ্রেস বিধায়কের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদ পরোক্ষভাবে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেসের উপদলপতি রকিবুল হোসেনের কথা বলেছেন। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঠকানো হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদ। তবে এই অভিযোগের পরেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন কংগ্রেসের বিধায়করা। এরপর প্রায় দশ মিনিট ধরে কংগ্রেসের বিধায়কদের এবং কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়কের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা অব্যাহত থাকে। এরপর কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন বলেন রাজনীতি এতো নিম্ন পর্যায়ে যেতে পারে সেটা ভাবা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে তিনি আরো মন্তব্য করতে চাইলেও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি তাকে অনুমতি দেননি।

কেরালার নিস্প্রাণ একটি শহরে বছরের পর বছর ধরে স্কুলগুলোতে চলছে এক অদ্ভুত অবস্থা। সেখানে শিক্ষার্থীর অভাব এবং শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রী খুঁজে নিয়ে আসতে হয়। শিক্ষার্থীদের স্কুলে আনতে তাদের পকেট থেকে টাকাও খরচ করতে হয়। কুম্বানাডের দেড়শ বছর পুরনো একটি বিদ্যালয়ে ১৯৮০র দশকের শেষদিকেও ৭০০র মতো শিক্ষার্থী পড়তো, কিন্তু এখন সে সংখ্যা নেমে এসেছে ৫০-এ। এই স্কুলে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের যারা শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

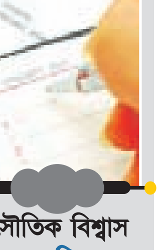

সৌতিক বিশ্বাস
প্রাবন্ধিক

গ্রেড সেভেন বা সপ্তম শ্রেনীর ক্লাসটিই সবচেয়ে বড়, সেখানে শিক্ষার্থী মাত্র ৭ জন। ২০১৬ সালে ক্লাসটিতে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী ছিল।

বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। শিক্ষার্থীদের অটোরিকশা বা টুকটুকে স্কুলে আনা নেয়া করতে স্কুলটির ৮ জন শিক্ষক প্রত্যেকে মাসে ২৮০০ টাকা খরচ করেন। তারা দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিক্ষার্থী খোঁজেন। এলাকার কয়েকটি বেসরকারী স্কুলও শিক্ষার্থী খোঁজার জন্য শিক্ষকদের পাঠাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় স্কুলটিতেও শিক্ষার্থী বড়জোর ৭০ জন হবে। মলিন এক বিকেলে সেই আপার প্রাইমারী স্কুলটির বাইরে ছিল এক অদ্ভুত নির্জনতা। ব্যস্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা আর শিক্ষার্থীদের যেমন কোলাহল থাকে তার কিছুই ছিল না। বরঞ্চ শিক্ষকরা অন্ধকার, নিরিবিলি শ্রেণীকক্ষে কয়েকজন শিশুকে পড়াচ্ছিলেন। বাইরে কয়েকজন ছাত্রকে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

আমরা কী করবো? এই শহরে কোন ছেলেমেয়ে নেই। মানে, এখানে খুব কম মানুষই বাস করে, বিরক্তি নিয়েই বলছিলেন অধ্যক্ষ জয়াদেবী আর।

তিনি ভুল বলেননি। কেরালার পাথানামতিত্তা জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কুম্বানাডে জনসংখ্যা কমছে এবং বার্ধক্য বাড়ছে। এটি এমন একটি দেশে যেখানে ৪৭ লোকের বয়স ২৫ বছরের নিচে এবং দুইতৃতীয়াংশের জন্ম হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে যখন অর্থনীতিকে উদার করেছিল ভারত।

কুম্বানাড এবং এর আশেপাশের অর্ধডজন গ্রামে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের বাড়ি। ১১ হাজার ১১৮ টি ঘরের প্রায় ১৫ তালাবদ্ধ থাকে কারণ মালিকরা হয় অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে বা তাদের সন্তানদের সাথে বিদেশে বসবাস করছে, জানাচ্ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আশা সিজে। ২০টি স্কুল আছে, কিন্তু শিক্ষার্থী খুব কম।

একটি হাসপাতাল, একটি সরকারি ক্লিনিক, ৩০টিরও বেশি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং তিনটি বৃদ্ধাশ্রম সেখানকার বয়স বাড়তে থাকা জনগোষ্ঠীর দিকেই ইঙ্গিত করে। আধা কিলোমিটারের মধ্যে আটটি শাখা সহ দুই ডজনেরও বেশি ব্যাংক রয়েছে যারা শহরের প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গত বছর ভারতে যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে তার প্রায় ১০ ঢুকেছে কেরালাতেই।

কেরালা এবং প্রতিবেশী তামিলনাড়ু ভারতের অন্য জায়গার তুলনায় কিছুটা আলাদা। ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে হওয়া সবশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অন্য রাজ্যের তুলনায় সর্বনিম্ন (৪.৯)। আবার কেরালায় একজন নবজাতকের ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও ভারতের গড় আয়ু ৬৯ বছর।

প্রজননের হারও এতোটাই কমেছে যে জনসংখ্যার সমতা ধরে রাখতে যতটা প্রয়োজন তার নিচে চলে গেছে। সাধারণত জনসংখ্যার হার স্থিতিশীল রাখতে প্রজননের হার প্রতি নারীর জন্য ২.১ থাকে, কিন্তু কেরালায় সেটা ১.৭-১.৯ অন্তত ৩০ বছর ধরে। ছোট পরিবারগুলি সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষিত করায় জোর দেয়। ফলে, ভালো কাজের সুযোগ খুঁজতে তরুণরা বাবামা'কে বাড়িতে রেখে দেশের অন্যত্র বা বিদেশে পাড়ি দেয়।

শিক্ষা শিশুদের জন্য একটা ভালো চাকরি এবং জীবনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে এবং তারা অন্যত্র চলে যায়, বলছিলেন মুম্বাইভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস এর অধ্যাপক কে এস জেমস।

তাদের জন্মস্থানে সাধারণত বয়স্ক বাবামা'রাই থাকেন, তাদের মধ্যে অনেকেই একা থাকেন।

মেটালে তৈরি মূল ফটকের ভেতরের দোতলা বাড়িতে ৭৪ বছর বয়সী আন্নাম্মা জ্যাকব একা থাকছেন তার স্মরণকালের প্রায় পুরোটা সময়।

তার স্বামী, একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যিনি ১৯৮০র দশকের গোড়ার দিকে মারা যান। তার ৫০ বছর বয়সী ছেলে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আবু ধাবিতে বসবাস করছে এবং কাজ করছে। একটি মেয়ে কয়েক মাইল দূরে থাকে, কিন্তু তার স্বামী তিন দশক ধরে দুবাইতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন।

তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরা কেউ নেই। এক মেয়ে তার বাড়ি তালাবদ্ধ করে বাবামাকে বাহরাইনে নিয়ে গেছে, যেখানে সে একজন নার্স হিসাবে কাজ করছিল অন্য আরেকজন দুবাইতে চলে গেছেন এবং একটি বয়স্ক দম্পতিকে তাদের জায়গা ভাড়া দিয়েছেন।

পুরো এলাকাজুড়েই নির্জনতার ছাপ। ট্যাপিওকা, কলা এবং সেগুন গাছে ঘেরা, দামি উঠানসমেত সুন্দর বাড়িগুলো জনমানবশূন্য। গাড়ি চলার পথে শুকনো পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং গাড়িগুলো ধুলোয় ঢাকা। পাহারাদার কুকুরের জায়গা নিয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

ভারতের বিশৃঙ্খল এবং কোলাহলপূর্ণ শহরগুলির বিপরীতে কুম্বানাডের কিছু অংশ আসলেই বেশ নির্জন। সেখানে ঘড়ির কাঁটাও যেন থমকে গেছে। শহরটি অনেকটাই পরিত্যক্ত হলেও এখনো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়নি। নির্জন বাড়িগুলোতে নিয়মিত রঙ করানো হয় যাতে মনে হয় এই বুঝি যে কোন দিন লোক আসবে। যদিও তারা খুব কমই আসে।

এটি খুব নিঃসঙ্গ একটা জীবন। আমার স্বাস্থ্যও ভালো থাকছে না, বলেন মিস জ্যাকব।

হৃদরোগ এবং বাতের সমস্যা সত্ত্বেও, মিসেস জ্যাকব তার ছেলে এবং নাতিনাতনিদের সাথে সময় কাটানোর জন্য বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং জর্ডান, আবুধাবি, দুবাই এবং ইসরায়েলে তার সন্তানদের সাথে বেড়িয়েছেন।

কার্পেটে ঢাকা লিভিং রুমের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্রগুলি থেকে তার বিশ্বের সাথে যোগসূত্র আঁচ করা যায় আমদানি করা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, পেস্তা ও কাজুবাদাম, হলুদ কাগজের ফুলে ঠাসা চীনা ফুলদানি, এবং বিদেশি বডি ওয়াশের বোতল।

একা থাকতে কেন ১২ কামরার বিশাল বাড়ি বানালেন, জানতে চাইলে তিনি হেসে বলেন, এখানে সবাই বিশাল বাড়ি তৈরি করে। এর সাথে স্ট্যাটাসের সম্পর্ক। তিনি তার বাড়ির পেছনের উঠানে গড়া খামারে অনেক সময় ব্যয় করেন। সেখানে তিনি ট্যাপিওকা, কলা, আদা, ইয়াম এবং কাঁঠাল চাষ করেন। অন্য সময়ে, তিনি মেডিটেশন বা ধ্যান করেন এবং সংবাদপত্র পড়েন। তার ডায়ানা নামে একটা পোষা কুকুর আছে যেটি বাইরে একটি ঘরে থাকে।

কিছু দিন, আমি শুধু ডায়ানার সাথে কথা বলি। সে আমাকে বোঝে।

এই বয়সে এবং স্বাস্থ্যের অবনতির সাথে খামারে কাজ করা ক্লান্তিকর। মিস জ্যাকব বলছিলেন যে খামারে কাজ করার জন্য লোক নেয়ার সামর্থ্য নেই তার। যেহেতু শ্রমিকের সংখ্যা কম, তাই যাদের পাওয়া যায় তাদের কাজের মজুরি অনেক চড়া। একজন দিনমজুর খামার দেখাশোনা করতে ছয় ঘণ্টার জন্য এক হাজার টাকা নেয়। এমনকি মিস আশাও গ্রাম পরিষদের নানা খতিয়ান ডিজিটাইজ করতে লোক খুঁজে পান না বা তার সামর্থ্যে কুলায় না। কয়েক গলি দূরেই থাকেন চাকো মাম্মেন। হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসে ভুগলেও তার ছোট্ট খামারে প্রতিদিন চার ঘণ্টা কাজ করে কলা চাষ করেন। ৬৪ বছর বয়সী এই ব্যক্তি দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত তিন দশক ধরে ওমানে কাজ করতেন বিক্রয়কর্মী হিসাবে। দেশে ফিরে ছোট একটি ব্যবসা করলেও ৬ বছরের মাথায় বন্ধ করে দিতে হয় কাজ করার লোক খুঁজে না পাওয়ায়। এখন অনেক চেষ্টার পর তিনি খামারে কলার চাষ করেন এবং প্রতিদিন প্রায় ১০ কেজি কলা বিক্রি করেন। আমার শুধু একজন কর্মী নেয়ার সামর্থ্য নেই, বলছিলেন তিনি।

বার্ধ্যক্যের এমন সমাজে শ্রমশক্তি বাড়ানো সহজ কথা নয়। বাইরে থেকে আসা লোক দিয়েও সবসময় কাজ হয়না, বিশেষত আস্থার প্রশ্নে। যেমন মিস জ্যাকব বাইরের লোক নিতে চান না। আমি একা থাকি, যদি তারা আমাকে মেরে ফেলে? বলছিলেন তিনি।

যেসব বয়োবৃদ্ধরা একা থাকেন তাদের সাথে পুলিশ দেখা করে এবং তাদের জরুরী অ্যালার্মের ব্যবস্থা করে দেয়।

তবে বয়স্ক মানুষ এবং বন্ধ ঘরের এই শহরে অপরাধ খুব কমই হয়।

পুলিশ জানাচ্ছে এখানে সহজে চুরি হয়না কারণ লোকেরা বাড়িতে বেশি টাকা বা মূল্যবান জিনিসপত্র রাখে না। শেষ কবে খুন হয়েছিল সেটাও তাদের মনে নেই। স্থানীয় থানার চিফ ইন্সপেক্টর সাজীশ কুমার ভি বলেন, এমনিতে সবই খুব শান্তিপূর্ণ। আমরা শুধুমাত্র প্রতারণার অভিযোগ পাই। বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের আত্মীয় বা গৃহকর্মীর দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, যারা তাদের স্বাক্ষর জাল করে এবং ব্যাংক থেকে তাদের টাকা তুলে নেয়।

এক বছর আগে, একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দার এক আত্মীয় তার স্বাক্ষর জাল করে প্রায় ১কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল। গত বছর পুলিশ একটি বেসরকারী আর্থিক সংস্থার চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিলো। এরা দোকান করে উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে টাকা নিচ্ছিলো, এবং স্থানীয় প্রায় ৫০০ আমানতকারী পুলিশের কাছে এর অভিযোগ করে।

এটি এই এলাকার জন্য একটি বড় অপরাধ ছিল, বলেন মিঃ কুমার। এছাড়া আমরা প্রধানত এলাকাবাসীদের মধ্যে ছোটখাটো বিবাদ নিয়ে কাজ করছি - হয় শব্দ, বা বাড়ির বাইরে আবর্জনা ফেলা, বা কারও গাছের ডাল প্রতিবেশীর খামারে ঢুকে যাওয়া। এই ধরণের ব্যাপারগুলি।

অপরাধ কম থাকার অর্থ পুলিশ বেশিরভাগ সময় বয়োবৃদ্ধদের দেখাশোনা করতে পারে। তারা এমন ১৬০ জন নিঃসঙ্গ এবং অসুস্থ মানুষের খোঁজ খবর নেয়। নিরাপত্তার জন্য তাদের কিছু বাড়িতে পুলিশ মোবাইল অ্যালার্ম দিয়েছে যেন জরুরী পরিস্থিতিতে তারা প্রতিবেশীদের সতর্ক করতে পারে। প্রয়োজনে তাদেরকে হাসপাতালে বা বৃদ্ধাশ্রমেও নিয়ে গেছে পুলিশ।

এই শহরে হুইলচেয়ার ব্যবহারযোগ্য ৩টি বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে যেখানে খোলামেলা জায়গা, বড় দরজা এবং হলওয়ে আছে। তেমনই ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ৫ তলা ভবনের এক বৃদ্ধাশ্রম আলেকজান্ডার মার্থোমা মেমোরিয়াল জেরিয়াট্রিক সেন্টার। সেখানে ৮৫ থেকে ১০১ বছর বয়সী ১০০ জনের বেশি স্থানীয় ব্যক্তিদের সেবা দিচ্ছে। এই সেন্টারটি যিনি চালান সেই ফাদার টমাস জনের দৃষ্টিতে বার্ধ্যক্য এখানে একমাত্র সমস্যা।

তিনি বলছিলেন, অধিকাংশ সন্তান বিদেশে থাকে এবং বৃদ্ধ বাবামাকে বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তর করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

অদূরেই ধর্মগিরি নামের আরেক বৃদ্ধাশ্রমে ৬০ জন স্থানীয় বাসিন্দা থাকেন যাদের বয়স ৬০ এর বেশি।

গত বছর ৩১ জন নতুন ভর্তি হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভবন আলাদা। তবে ওয়েটিং লিস্ট ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। নতুন আরেকটি ৩০ কক্ষের ভবনে ৬০ জন অপেক্ষমাণ প্রবীণদের রাখা হবে।

আমাদের সাথে যেসব মহিলারা থাকেন তাদের বেশিরভাগই প্রতারণার শিকার। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তাদের পরিবার পরিত্যাগ করেছে, বলেছেন ফাদার কে এস ম্যাথিউস, যিনি এই আশ্রমটি চালান। অসুস্থ প্রবীণ, বৃদ্ধাশ্রম, শ্রমিকের অভাব, তরুণদের অভিবাসন, ক্রমশ কমতে থাকা জনসংখ্যা, পরিণাম এক ভুতুড়ে শহর। এটাই যে কোন ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তনের একটা গল্প। শেষ পর্যন্ত এটা পুরো ভারতেরই গল্প হবে, বলেন অধ্যাপক জেমস।

সাময়িকী

ব্রিটেন স্বীকৃতি পাচ্ছে আফ্রিকার ফ্যাশন

আফ্রিকার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ফ্যাশন জগতের উপরও প্রভাব ফেলছে। তানজানিয়ান বংশোদ্ভূত লন্ডনভিত্তিক এক ডিজাইনার সেই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তিনি নিজের পূর্বপুরুষের দেশেও বড় আকারে সক্রিয় হতে চান। প্রথাগত কাট, খাঁটি রেশমের কাপড় ও রঙিন প্যাটার্ন - লন্ডনভিত্তিক ডিজাইনার রেনে ম্যাকডনাল্ডের ফ্যাশনের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি মনে করিয়ে দেন, ''আফ্রিকাকে সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে ভাবলে এটাও মানতে হবে, যে অনেক অর্থে সেই মহাদেশ ফ্যাশনেরও জন্ম দিয়েছিল।

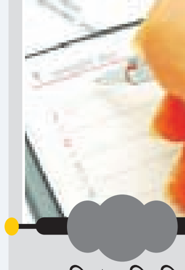

ডিনা ওসিনস্কি
কলামিস্ট

আমার অন্তরাত্মা অত্যন্ত আফ্রিকান। অনেক রং ও প্রিন্ট দেখে আমি বড় হয়েছি। বিভিন্ন রংয়ের মধ্যে সংঘাত ঘটানো আমাদের জন্য বেশ স্বাভাবিক। যে কোনো দুটি রংয়ের মেলবন্ধনের কোনো নিয়ম নেই, পরে নিলেই হবে।'' রেনে ম্যাকডনাল্ড তানজানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সে ব্রিটেনে আসার পর থেকেই তিনি ফ্যাশন সম্পর্কে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর মা সবকিছু নিজেই সেলাই করতেন। উচ্চশিক্ষার শেষে ফ্যাশন স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজের সময় তিনি নিজের এক স্বপ্ন পূরণ করেন। ২০১৮ সালে তিনি 'লিসু' নামে নিজের লেবেল চালু করেন। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে রেনে বলেন, ''আমাকে আগেও এই ব্র্যান্ডের সংজ্ঞা দিতে কিছু শব্দ বলতে বলা হয়েছে। আমি বলবো - সাহসি, অনবদ্য, রঙিন এবং খুশিতে ভরা। মনোবিজ্ঞানীরা সত্যি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, যে রং আমাদের মন আরও ভালো করে তোলে। অর্থাৎ ভাসবাসা ও আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়াই আসল কথা।''

তাঁর ডিজাইন সফলভাবে আফ্রিকা ও ইউরোপের সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তোলে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়ও বটে। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে হলিউড ও অন্যান্য তারকাও আছেন, যেমন ব্রিটিশ টেলিভিশন উপস্থাপক এজে উদুদু, ন্যাওমি ওয়াটস, গোয়েনেথ প্যালট্রো, হেলেন মিরেন এবং ট্যান্ডিওয়ে নিউটন। রেনে ম্যাকডনাল্ড বলেন, ''মহামারির সময়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' বিষয়টি এত গুরুত্ব পেয়েছিল, যে সবাইকেই অন্য বিষয় ছেড়ে শুধু সে দিকেই মনোযোগ দিতে হয়েছিল। এখনো বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগবে। তবে সেই 'টাইমিং' আমার জন্য খুবই ভালো ছিল। আমার মতে, বেশিরভাগ আফ্রিকান ডিজাইনার আমার সঙ্গে একমত হবেন। কারণ ২০২২ সালে ভি অ্যান্ড এ আফ্রিকান ডিজাইনারদের নিয়ে এক প্রদর্শনী আয়োজন করেছে।'' লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে 'দ্য আফ্রিকা ফ্যাশন এক্সিবিশন' বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আফ্রিকার ফ্যাশনের বিবর্তন তুলে ধরেছে। আফ্রিকার ২০টিরও বেশি দেশের ৪৫ জন ডিজাইনারের সৃষ্টিকর্ম সেখানে শোভা পেয়েছে। রেনে বলেন, ''সাংস্কৃতিকভাবে এত সমৃদ্ধ এক মহাদেশের সৃজনশীলতা অবশেষে উদযাপনের মুহূর্ত এসেছে বলে আমি বেশ রোমাঞ্চ বোধ করছি। পিন্ট, প্যাটার্ন থেকে ইতিহাস, কাপড়ের অর্থ - বিভিন্ন দিক থেকে এমন উৎসবের টাইমিং একেবারে ঠিক।'' আফ্রিকার ফ্যাশন নিয়ে ব্রিটেনে এর আগে কখনো এত বড় প্রদর্শনী হয় নি। ক্রিস্টিন চেচিনস্কার নেতৃত্বে সেই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে। তিনি মনে করেন, ''এই মুহূর্তে 'আফ্রিকা ফ্যাশন' আয়োজনের কারণ হলো, শিল্প, সংগীত বা ফ্যাশনের ক্ষেত্রে আমরা গোটা বিশ্বের উপর আফ্রিকার ক্রিয়েটরদের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। আমার মতে, নিজস্ব সংজ্ঞা, নিজস্ব সংকল্পের সেই তাগিদ থেকে বাকি বিশ্বও শিক্ষা নিতে পারে।'' দুই মহাদেশেই বড় হবার সুযোগ এই ডিজাইনারের কাছে বড় সৌভাগ্য মনে হয়। লন্ডনে বাসা বাঁধা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত আফ্রিকায় নিজের শিকড়ে ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করেন। সেই অনুভূতি ব্যাখ্যা করে রেনে ম্যাকডনাল্ড বলেন, ''কারণ সেই জায়গার সঙ্গে আমার এত নিবিড় যোগাযোগ। মহামারির সময় বাদ দিলে বছরে অন্তত একবার আমি তানজানিয়ায় যাই। আমার অন্তরাত্মাকে পুষ্টি জোগাতে ভবিষ্যতে আরও ঘনঘন সেখানে যেতে চাই।'' তানজানিয়ায় নিজস্ব ফ্যাশন পণ্যের উৎপাদন, সেখানে কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং স্থানীয় কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতা রেনে ম্যাকডনাল্ডের বড় স্বপ্ন।

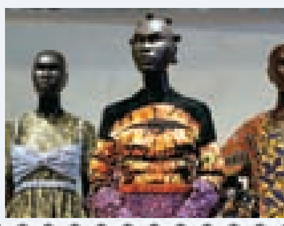

জানা অজানা

বঙ্গের গৌরব ডক্টর মহম্মদ ওয়াশিম

বীরভূম ঃ গ্রাম বাংলার গৌরব মহম্মদ ওয়াশিম, পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নেশায় পত্রলেখক। তার পিতা পল্লীকবি স্বর্গীয় মহম্মদ ওয়ারেস (পেশায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম গার্ডের ডেপুটি গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন), মাতা রসুলা বেগম (গৃহিনী)। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের কাজীপাড়া গ্রামে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন মহম্মদ ওয়াশিম। ভারতের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লেখা তাঁর নেশা হয়ে উঠেছে। অনলাইন, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই সংবাদপত্রের পাতায় পাঠকের কলামে লিখে থাকেন চিঠিপত্র। ইতিমধ্যেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে বহু চিঠিপত্র লিখেছেন এবং প্রকাশিত হয়েছে। চিঠি লেখার সুবাদে তিনি বেশ কয়েকটি সম্মাননা পত্র পেয়েছেন যা পশ্চিমবঙ্গের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। তাকে সর্বপ্রথম ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্য থেকে তেলেঙ্গানা বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সংশাপত্র জ্ঞাপন করেন। তারপর দ্য ট্রিবিউন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ ওয়াশিমকে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সংশাপত্র জ্ঞাপন করেন। তেলেঙ্গানা বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাকে অনারারি ডক্টরেট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। ইন্ডিয়া প্রাউড বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাকে বেস্ট রাইটার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। নেতাজি ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস নোবেল পিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বুক অফ রেকর্ডস তাকে বঙ্গ গৌরব সম্মান প্রদান করেন। এই সম্মান পেয়ে তিনি খুবই খুশি এবং আনন্দিত। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তিতে কাজীপাড়া গ্রামের মানুষও গর্ব বোধ করছেন।

পাঠকের চিঠি

শিক্ষা ব্যবস্থার পুরাতন নথি ডিজিটাল করলে ভালো হয়

ভারতীয় আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে তৈরি ডিজিলকার জাস্ট সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই কার্যকর। বর্তমানে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যই ডিজিলকারকে প্রাধান্য দিচ্ছেন সরকারি বিভিন্ন নথিপত্রকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য ও জনসাধারণের সুবিধার্থে নথিপত্রকে ডিজিটাল রূপে মান্যতা দেওয়ার জন্য। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও ডিজিলকার প্রাধান্য পেয়ে গেছে আর এই ডিজিলকারের এর জন্য বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে খাস করে যুবসমাজ বেশি উপকৃত হচ্ছে। ডিজিলকারে ডিজিটাল নথি ব্যবহারের অন্যতম রূপ হল শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় নথি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সুন্দরতম উদ্যগ হলো ডিজিলকারে শিক্ষাব্যবস্থার নথিকে লিঙ্ক করা, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার নথিপত্র ডিজিটাল রূপে প্রাধান্য পেলেও সেটা বিগত কয়েক বছরের জন্য প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবর্ষের সবথেকে বড় ওপেন স্কুল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং তাদের ওয়েবসাইটে ১৯৯০ সাল থেকে রেজাল্ট চেক করার ব্যাবস্থা রেখেছে। অথচ সরকারি ব্যাবস্থা হওয়ার শর্তেও পশ্চিমবঙ্গের বোর্ড, কাউন্সিল, ইউনিভার্সিটি গুলোতে এই রকম কোনো ব্যাবস্থা রাখা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ ১৯৯০ সাল থেকে না হলেও অন্তত ২০০০ সাল থেকে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার নথিপত্র ডিজিলকারে লাইভ করা হোক। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতি শীঘ্রই যদি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের তথা ছাত্রছাত্রীদের বহু উপকার হবে।

মহম্মদ ওয়াশিম
কাজীপাড়া, লাভপুর, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সক্রিয় কৃষকদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

জামশেদপুর ঃ নিমডিহ ব্লকের চালিয়ামা পঞ্চায়েত ভবনে রিয়ার প্রকল্পের অধীনে লিডস সংস্থা আযোজিত সক্রিয় কৃষকদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞ গোপাল কুইলা গ্রীষ্ম মৌসুমে উৎপাদিত করলা, শসা, টমেটো, পটল, লাউ ইত্যাদির ভালো উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি বলেন, গ্রীষ্ম মৌসুমে সবজি উৎপাদনের জন্য বেশি সেচের প্রয়োজন হয়। তাই সেচের সুবিধা আছে এমন জায়গায় সবজি চাষ করুন। নিমডিহ ব্লকের প্রাক্তন কৃষি আধিকারিক হেমচন্দ্র মাহাতো কৃষকদের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এ উপলক্ষে রিয়ার প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী সঞ্জয় কুমার মাহাতো জৈব চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিয়ার প্রকল্পের মাঠকর্মী শঙ্কর সিং, সোহন সিং, ওয়ার্ড সদস্য হীরাবতী সিং, মঞ্জু দেবী প্রামাণিক প্রমুখ।

৬০/৪০ পরিকল্পনা নীতির প্রতিবাদে রঘুনাথপুরে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ হবে

জামশেদপুর ঃ ১ এপ্রিল, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হবে ৬০৪০ পরিকল্পনা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড ভাষা খতিয়ান সংগ্রাম সমিতির ব্যানারে নিমডিহ ব্লক সদরের রঘুনাথপুরে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন কোলহানের বিপ্লবী তরুণী বেবী মাহতো। তথ্য দিতে গিয়ে ঝাড়খণ্ডি ভাষা খতিয়ান সংগ্রাম সমিতি চান্ডিল ইউনিটের সক্রিয় সদস্য তরুণ মাহতো জানান, নিমডিহ মোড়ে অবস্থিত শহীদ নির্মল মাহতোর মূর্তিকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠান শুরু করা হবে। হেমন্ত সোরেনের শেষকৃত্য মিছিলটি নিমডিহ মোড় থেকে রঘুনাথপুর মোড় পর্যন্ত নিয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হবে। তরুণ মাহতো বলেছেন যে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা ৬০/৪০ পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করবেন না। হেমন্ত সোরেন সরকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে ঝাড়খণ্ডের জনগণকে ঠকানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, সরকার ৯০/১০ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সরকার ২০০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্য ধার্য করেছে বলে মন্তব্য মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী অজন্তা নেওগের ঃ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০ করে আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্যের মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগ। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ২০০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে জানালেন মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। তিনি বলেন প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০ টি করে আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। প্রসঙ্গত অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্তন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আলোচনার সময়ে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। শাসকবিরোধী পক্ষের বিধায়কদের উত্থাপন করা নানা বিষয়ে জবাব দিয়ে মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন বিভাগের অধীনে দরিদ্র মহিলা, গর্ভবতী মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৬১০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। ফলে গত দু'বছর ধরে তিনি এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। তিনি বলেন প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ১০০০ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র উন্নয়নের লক্ষ্য ধার্য করে বিভাগ কাজ শুরু করেছিল। এরপর এক্ষেত্রে আরও তিন হাজারটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রর উন্নয়নের জন্য অনুমোদন জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এবার মোট চার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। মন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন তিনি রাজ্যের ৮০০ টি চা বাগান স্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বাধিক এবং সর্বপ্রথম প্রাথমিকতা দিয়েছেন। চা বাগান এলাকায় অধিক ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন ১০০০ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে বাজেটে ২৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর সম্মুখে তিনি অসমের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছবিসহ প্রেজেঃটশন দিয়েছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী অসমের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে মধ্যম পর্যায়ের রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত অসমের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। তিনি বলেন এক সঙ্গে রাজ্যের ৬১০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে ২০০০০ কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্য ধার্য করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করার ক্ষেত্রে সচেতন হয়েছে বিভাগ। ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সরাসরি চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া চা বাগান এলাকায় খাদ্য অভ্যাসের জন্য শিশুদের শরীরে পুষ্টিকর খাবার যাচ্ছে না। বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় খাদ্য অভ্যাসে প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল না থাকার ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে গত এক সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাসের সচেতনতা মূলক পোষণ অভিযান চালিয়েছে বিভাগ। এক্ষেত্রে চা বাগানে সজাগত এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ। অন্যদিকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সরকার নিজের কঠোর স্থিতি অব্যাহত রাখবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন এক্ষেত্রে কঠোর থেকে কঠোরতম ভাবে বাল্যবিবার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন তাছাড়া চা বাগান এবং চর এলাকায় মহিলাদের জন্য সজাগতা এবং সচেতনতা সভা আযোজন করা হবে। এদিকে রাজ্যের প্রত্যেক বিধায়ককে ন্যূনতম একটি করে হলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এডপ করার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্টে ২৫০০ মামলা রয়েছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগুর

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্তির ক্ষেত্রে সেন্ট্রালাইজ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে অসম বিধানসভায় বহু বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। তাছাড়া শিক্ষাবিভাগকে কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্টে ২৫০০ মামলা চলছে বলে জানালেন। একই সঙ্গে মহাবিদ্যালয় এর অধ্যাপক নিযুক্তির ক্ষেত্রে সেন্ট্রালাইজ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করা হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর কালে শিক্ষাবিভাগের অধীনে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রত্যেক বিধায়কের প্রশ্ন এবং পরিপূরক প্রশ্নের জবাব দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। মূলত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয়ের ইউজিসি এবং নাক এর এক্রিডিয়েশন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আশরাফুল হোসেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন রাজ্যের মহাবিদ্যালয় গুলো যাতে ইউজিসি এবং নাক এর এক্রিডিয়েশন পায়ে সে ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে এই সংক্রান্তে আবেদন জানানোর জন্য মহাবিদ্যালয় গুলোকে আহ্বান করা হয়েছে। নাক এর পর্যবেক্ষণে মহাবিদ্যালয় কি গ্রেড পাবে সেটা বড় কথা নয়। তবে এক্ষেত্রে আবেদন করাটাই মূল কথা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন কলেজের প্রিন্সিপালদের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করার জন্য তাদের ডেকে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা সভা আযোজন করেছে শিক্ষা বিভাগ। নাক এর এক্রিডিয়েশনের ক্ষেত্রে আবেদনের জন্য মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষদের আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন ইতিমধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার নিযুক্তির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালে ৯৭৯ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্তি হয়েছিল। চলিত বছরের আগামী মে মাসে এক্ষেত্রে আরো ১০০ জন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ২৯ টি লাইব্রেরিয়ান পদেও নিযুক্তি দেবে সরকার। তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে ৩১ মার্চ ছাত্র দিবস উপলক্ষে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে। বিশেষ করে ২৬ হাজার সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ থাকবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিযোগের ক্ষেত্রে বিভাগ ব্যাপক মামলার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন শিক্ষাবিভাগের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্টে ২৫০০ টি মামলা চলছে। বিশেষ করে পলিটেকনিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিযোগের ক্ষেত্রে ২০১৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আদালতে মামলা অব্যাহত রয়েছে। কলেজের অধ্যাপকদের মেধা ভিত্তিতে নিযুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা করার পাশাপাশি নিযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেও নিযুক্তি দেওয়ার বিষয়ে ভাবনা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান মহাবিদ্যালয় অধ্যাপকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম না থাকার ফলে একই প্রার্থী বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় একই সঙ্গে আবেদন করছেন। এরপর সেই প্রার্থী বহু জায়গায় নির্বাচিত হওয়ার পর শুধু এক স্থানে চাকরি করার ফলে বাকি জায়গা গুলোতে ফের নিযোগে প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বহু সমস্যা সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ফলে এবার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে সেন্ট্রালাইজ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন অধ্যাপক নিযুক্তির ক্ষেত্রে যে মহাবিদ্যালয় গুলো ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে তাদেরকে বাধা দেবে না সরকার। কিন্তু যারা এখনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেনি তাদেরকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করার জন্য বিভাগের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন বর্তমান রাজ্যে ১৯৭১৮ জন শিক্ষক সহ প্রায় ৩০০০০ টিউটর সর্বমোট প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক সরকারের বঞ্চনা শিকার হয়েছেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন রাজ্যে ৫০ হাজার বিদ্যালয়ে রয়েছে। এরমধ্যে ১৯৯ জন অথবা এর বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৫০০। ফলে শিক্ষকের শিক্ষকতার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক থাকাটি বাঞ্ছনীয়। যেখানে ছাত্রছাত্রী নেই সেখানে শিক্ষক থাকা মূল্যহীন। তবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সরকার নন গভর্মেন্ট এডুকেশন ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট নিয়ে আসার চেষ্টা চর্চা করছে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। একইভাবে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান বিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ের প্রাদেশিকরনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সমস্যা রয়েছে। সরকার শুধুমাত্র শিক্ষক পদ প্রাদেশিকরণ করেছে, বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকরণ করেনি এটা বললে ভুল কথা হবে। কাছাকাছি বিদ্যালয়ের সঙ্গে এমালগেমেশন এর সুযোগ না থাকা বিদ্যালয়গুলোর প্রাদেশিকীকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারির পর সরকার প্রাদেশিকীকরণ করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এক্ষেত্রে বর্তমান আইন সংশোধনের কোন সুযোগ নেই বলেও জানান তিনি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া, অখিল গগৈ, রকিবুল হোসেন, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জাকির হোসেন সিকদার উঠে দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে মন্তব্য করার ফলে বিধানসভার পরিস্থিতি সাময়িকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজ্যে পিএমএওয়াই এর অধীনে ২২ মাসে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ঘর নির্মাণ করে বিভাগ রেকর্ড করেছে বলে মন্তব্য পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের

ঘরের বদলে টাকা দাবি করলেই সঙ্গে সঙ্গে থানায় এজাহার দাখিলের আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে পিএমএওয়াই এর অধীনে ৯ লক্ষ ২১ হাজার ২৫৮ টি ঘর নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে। তবে এরই মধ্যে পিএমএওয়াই এর অধীনে ২২ মাসে ৫ লক্ষ ৪ হাজার ঘর নির্মাণ করেছে রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। যেটা এক রেকর্ড। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রত্যেক পদাধিকারী এবং কর্মচারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কর্তন প্রস্তাবে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের নানা মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন বিজেপি বিরোধী পক্ষে থাকার সময় প্রতিবার কর্তন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মূলধন থেকে শুধুমাত্র ১০০ টাকা টাকা হ্রাস করার জন্য কর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। কিন্তু বর্তমান বিরোধীপক্ষ কর্তন প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূলধন কমিয়ে সেটা শুধুমাত্র এক টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের আলোচনার অবকাশ থাকে না। বিরোধী পক্ষের এই ধরনের গতিবিধির ফলে রাজ্যে ভুল বার্তা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন বিরোধী পক্ষের বিধায়করা। বিরোধী পক্ষে এক্ষেত্রে বিধানসভার রুল রেগুলেশন অনুযায়ী কর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের সরব প্রতিবাদের জেরে মন্ত্রী নিজের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। এরপর বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি রাগে অগ্নি শর্মা হয়ে মন্ত্রীর উত্তর ছাড়াই কর্তন প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য বিরোধীপক্ষকে আহ্বান জানান। অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসার পর কর্তন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

২০১১-১২ সাল থেকে এমএনরেগার কর্মদিনের বিপরীতে ২০১৬-১৭ সাল থেকে সেটা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান দুগুণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন পঞ্চায়েত বিভাগের কর্মচারীদের কর্মতৎপরতার ফলে রাজ্যে পিএমএওয়াই এর অধীনে ব্যাপকভাবে কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি জেলায় রিভিউ করে টার্গেট দেওয়া হচ্ছে। তবে বর্তমান রাজ্যে ২১৯৭ জন পঞ্চায়েত সচিব থাকলেও এখনও এক্ষেত্রে ১০৫৯ টি পদ খালি রয়েছে। এই পদ পূরণ করার জন্য সরাসরি রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে যেহেতু পঞ্চায়েত সচিব পদ তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের অন্তর্ভুক্ত নয় ফলে এক্ষেত্রে পৃথকভাবে পরীক্ষার আযোজন করা হবে বলে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বিভাগকে জানানোর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন জমি না থাকা ব্যক্তিদের জমি বরাদ্দ করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ১৩১টি ঘরের ক্লাস্টার করা হয়েছে। অসমে সর্ববৃহৎ ভাবে এই ক্লাসটার হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান উত্তরপ্রদেশে ৯৬ টি ক্লাস্টার রয়েছে।

মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন রাজ্যের বনাঞ্চলে বসবাস করা ৫৯৪৯ টি পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করতে চাইছে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। এক্ষেত্রে বন বিভাগ থেকে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও বিভিন্ন সময়ে অনাস্থা প্রস্তাবের জেরে প্রেসিডেন্টকে সদস্য পদ হারাতে হচ্ছে। তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া কোনো ব্যক্তির সদস্যপদ এভাবে খারিজ হওয়া উচিত নয়। ফলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একটি কেবিনেট সাব কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। সেই কমিটির বৈঠকে তিনি এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন অর্থের বিনিময়ে ঘর দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সংক্রান্তে অভিযোগ থাকলে হীতাধিকারীদের থানায় এফআইআর করার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিভাগের ১০০ জন অফিসারকে নিলম্বন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এই বিষয়ে সর্বদা কঠোর স্থিতি নেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন সবকা সাত সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করছে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। নকল জব কার্ড প্রচলন প্রতিরোধ করার জন্য আধারের সঙ্গে জব কার্ড লিংক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পিএমএওয়াই এর ক্ষেত্রেও আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করে সজাগত এবং সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া ফিফটিন্থ ফাইন্যান্স এর মাধ্যমে বিধায়কদের নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর মেরামতি এবং উন্নয়ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যেহেতু বিধায়কের তহবিল থেকে এই ধরনের কাজ করা যায় না। ফলে ফিফটিন্থ ফাইন্যান্স এর মাধ্যমে এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিধায়কদের অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

কন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এক আর্জেন্টাইন ও এক ব্রাজিলিয়ান

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ টটেনহামের সদ্য সাবেক কোচ আন্তোনিও কন্তের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করেছিলেন এক আর্জেন্টাইন ও এক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। আর সেই দুই ফুটবলার হচ্ছেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ও রিচার্লিসন। দুই লাতিন আমেরিকান খেলোয়াড়দের নিয়ে এমন 'বিস্ফোরক তথ্য' জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার সাংবাদিক গাস্তন এদুল। তিনি আর্জেন্টাইন টিভি চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টসে কাজ করেন। লাতিন আমেরিকান ফুটবলের পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংবাদকর্মী হিসেবে পরিচিত তিনি। টিওয়াইসি স্পোর্টসে এদুলের বিস্ফোরক মন্তব্যটি নিয়ে অবশ্য বেজায় চটেছেন রিচার্লিসন। ২৫ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড কন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দীর্ঘ টুইট বার্তায় টটেনহামের ব্রাজিলিয়ান তারকা লিখেছেন, 'আমি বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলাম না। ব্যাপারটা বরং উল্টো ছিল। আমি দুঃখিত যে তিনি (কন্তে) আমার কাছে যা চেয়েছেন, সেটি আমি দিতে পারিনি। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছি।' ১৬ মাস দায়িত্বে থাকার পর গত রোববার টটেনহামের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতায় পদত্যাগ করেন কন্তে। এর এক সপ্তাহ আগে টটেনহাম খেলোয়াড়দের 'স্বার্থপর' উল্লেখ করে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন কন্তে।

গতকাল টিওয়াইসি স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে এদুল জানান, কিছু ফুটবলার কন্তের প্রকাশ্য সমালোচনা একদমই হজম করতে পারেননি, 'কন্তে কোচের পদে থেকে গেলে রোমেরো টটেনহামে থাকবেন কি না, তা চিন্তা করছিলেন। আমি যত দূর জানি, রিচার্লিসনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। কারণ, ওদের সঙ্গে তিনি খুবই খারাপ আচরণ করতেন। শুধু মুখোমুখি বা ব্যক্তিগত পরিসরেই নয়, জনসমক্ষেও।'

এদুল আরও বলেন, 'কন্তে দায়িত্ব চালিয়ে গেলে কিছু খেলোয়াড় না থাকার আলটিমেটামও দিয়েছিলেন। এরপরই টটেনহামের চেহারা বদলে গেছে।' কন্তের কারণে কিছু খেলোয়াড়ের আলটিমেটামের বিষয়টি টটেনহাম সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। নাম সামনে আসায় বিরূপ মন্তব্যের শিকার হচ্ছেন রোমেরো, রিচার্লিসনরা।

এ বিষয়ে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার রোমেরো এখনো কিছু বলেননি। তবে রিচার্লিসন নিজের অবস্থান জানান দিয়ে বিদ্রোহের খবরকে মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সমালোচনা করা ফুটবলেরই অংশ। কিন্তু আমার বিষয়ে মিথ্যা বললে সেটি মানব না। কন্তেসহ সব কোচকে সব সময়ই সম্মান করে এসেছি আমি। তিনি আমার টটেনহাম ক্যারিয়ারে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দেনা ১২ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ মোট ধার, ব্যাংকের ঋণ এবং দলবদলের বাজারে খরচ মিলিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মোট দেনার পরিমাণ ৯৬ কোটি ৯৬ লাখ পাউন্ড। যা প্রায় ১২ হাজার ৮২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। কাল প্রকাশিত ত্রৈমাসিক (২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। তবে সুখবরও আছে। তিন বছর আগে করোনা মহামারি শুরুর পর এবারই প্রথম লাভের মুখ দেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ৭৮ লাখ মার্কিন ডলার লাভ করেছে ইউনাইটেড, যদিও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় মোট রাজস্ব আয় ছিল কম। এর আগে গত মৌসুমে (২০২১-২২) ১১ কোটি ৫৫ লাখ পাউন্ড (মুদ্রায় ১ হাজার ৩৩৬ কোটি ২৮ লাখ টাকা প্রায়) লোকসানের কথা বলেছিল ক্লাবটি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের গ্লেজার পরিবার ক্লাব বিক্রির কথা ভাবছে। বিবিসি জানিয়েছে, এই বিশাল অঙ্কের দেনা গ্লেজার পরিবারকে ইউনাইটেড বিক্রির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, আপাতত ইউনাইটেডের 'কৌশলগত মূল্যায়ন' করা হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পথ কীভাবে বের করা যায়, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে গ্লেজার পরিবার। বিবিসি জানিয়েছে, গত বছর ঠিক এই সময়ে ইউনাইটেডের মূল ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৭১ লাখ পাউন্ড। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৫৭ লাখ পাউন্ডে। এ ছাড়াও 'রোলিং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি'র অধীনে ২০ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড এবং দলবদলে খরচের জন্য আরও ২২ কোটি ৭৭ লাখ পাউন্ড ঋণ আছে ইউনাইটেডের। রোলিং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি হচ্ছে একটি আইনি প্রতিশ্রুতি, যেখানে ব্যাংক একজন গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ঋণ দেয়। ইউনাইটেড জানিয়েছে, সর্বশেষ প্রান্তিকে ক্লাবের স্পন্সরশিপ বাবদ আয় ৫ কোটি ছাড়িয়েছে, যা আগের প্রান্তিকের চেয়ে ৪৩.২ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া বেতন বাবদ খরচও কমেছে ২০.৯ শতাংশ। যার কারণ মূলত দলটির চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যাচ না থাকা।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কোন দলে কোন ক্রিকেটার শক্তি বাড়াচ্ছেন

মুম্বাই ঃ শুরু হল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএলের ১৬তম আসর। শুক্রবার অর্থাৎ ৩১শে মার্চ রাত আটটায় মাঠে গড়াচ্ছে ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ক্রিকেট লিগ। শুরুর দিনই গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নামল চেন্নাই সুপার কিংস।

করোনাভাইরাসের আবির্ভাবের পর এবারই প্রথম হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে ম্যাচ হবে আইপিএলে।

গত তিন মৌসুমে আইপিএল হয়েছে প্রচলিত ধারার বাইরে।

একবার হয়েছে দুই ভাগে। একবার হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

আরেকবার হয়েছে ভারতের মাটিতেই কিন্তু নির্ধারিত তিনটি ভেন্যুতে।

আইপিএলে এবারের নিলামে কোনও কোনও দল পুরনো ক্রিকেটারদের ধরে রেখেছে, কেউ বা নতুন করে সাজিয়েছে দল।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স

গতবারের মত এবারও শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়েই মাঠে নামবে গুজরাট টাইটান্স, ভারতের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক বলে ধারণা করা হয় যাকে, সেই হার্দিক পান্ডিয়া এই দল নিয়েই নিজের নেতৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেলে দারুণ এক দল গড়েছে টাইটান্স।

শুভমন গিল আছেন এই দলে, আছেন রাহুল তেওয়াতিয়া।

গিল ইতোমধ্যে ভারতের দলে খেলছেন, তেওয়াতিয়া আইপিএলের তারকা।

বিদেশী ক্রিকেটারদের মধ্যে আছেন রশিদ খান, যিনি সময়ের সেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে বিবেচিত।

সম্প্রতি লাহোর কালান্দারসের হয়ে পাকিস্তান সুপার লিগ শিরোপা জিতেছেন রাশিদ খান, ১১ ম্যাচে নিয়েছেন ২০টি উইকেট।

নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু ওয়েড আছেন। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ওডেন স্মিথও আছেন গুজরাটে।

দলের অন্যতম তারকা দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার এখনও দলের সাথে যোগ দেননি, তবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি মাঠে নামবেন।

গুজরাট টাইটান্সের আরেকটা বড় সুবিধার জায়গা মনে করা হয় তাদের বিশাল স্টেডিয়াম।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে প্রায় এক লাখ লোক বসে খেলা দেখতে পারবেন, এটা প্রতিপক্ষের ওপর চাপ হতে পারে।

বাংলাদেশের দর্শকদের এবার নজর থাকবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দিকে। শাহরুখ খানের মালিকানার এই দলে আছেন সাকিব আল হাসান এবং লিটন দাস। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে ছুটি পাওয়া মাত্রই এ দুজন যোগ দেবেন কেকেআর ক্যাম্পে।

নাইট রাইডার্সের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার এবং নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের না থাকা।

আপাতকালীন অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হয়েছে নিতেশ রানার নাম।

দলটির কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামও এখন সাবেক, নতুন কোচ চন্দ্রকান্ত পান্ডিত।

কলকাতার এই ভারতীয় কোচ অধিনায়ক জুটি কেমন কাজ করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

টপ অর্ডারে লিটন দাস ও আফগানিস্তানের রহমানুল্লাহ গুরবাজ আছেন, আছেন ভারতের ভেঙ্কাটেশ আইয়ার।

তবে কেকেআর স্কোয়াডে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য দৃশ্যত তেমন ভালো মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান নেই বললেই চলে। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের হয়ে এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ভালো খেললেও আইপিএলে তার ব্যাটিং রেকর্ড তেমন ভালো না, ভালো ইনিংসও হাতেগোণা।

আন্দ্রে রাসেলের বয়স প্রায় ৩৫, তিনি খেলেন লোয়ার মিডল অর্ডারে।

দলে আছেন গতবারের চমক রিঙ্কু সিং, শারদুল ঠাকুর, নামিবিয়ার হয়ে খেলা ডেভিড উইজা। তবে তারাও ফিনিশিং রোলেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

কলকাতার ব্যাটিংয়ের মতো ফাস্ট বোলিং বিভাগ এতো রুগ্ন নয়। এখানে আছেন টিম সাউদি, লকি ফার্গুসন, উমেশ ইয়াদাভ। স্পিনে আছেন ভরুন চক্রবর্তী এবং সুনীল নারায়ন। লিটন দাস, রহমানুল্লাহ এবং তামিল নাড়ুরর জাগাডেশান তিনজন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান আছে এই স্কোয়াডে।

গতবারের রানার আপ রাজস্থান রয়্যালস

আইপিএলের প্রথম মৌসুমের চমক ছিল রাজস্থান রয়্যালস। মুম্বাই বা চেন্নাইয়ের মতো না হলেও আইপিএলের অন্যতম ধারাবাহিক দল এটি।

২০২২ সালেও দলটি রানার আপ হয়েছে।

এই দলের মূল শক্তির জায়গা টপ অর্ডার ব্যাটিং। সময়ের সেরা সাদা বলের ক্রিকেটারদের একজন জস বাটলার আছেন এই দলে।

সাথে আছেন ক্যারিবিয়ান হার্ড হিটার শেরন হেটমায়ার।

আইপিএলে বেশ তারকাবহুল কোচিং স্টাফও আছে এই দলের। হেড কোচ হিসেবে আছেন কুমার সাঙ্গাকারা এবং বোলিং কোচ হিসেবে আছেন লাসিথ মালিঙ্গা।

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের তারকারাও আছেন রয়্যালস ব্যাটিং লাইন আপে - সাঞ্জু স্যামসন, দেবদূত পাডিকাল, ইয়াশাভি জ্যায়সওয়াল।

এই দলটার স্পিন বোলিং লাইন আপ বিশ্বমানের, ভারতের যুজভেন্দ্রা চাহাল এবং রবিচন্দ্রন আশ্বিনের সাথে আছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা।

ফাস্ট বোলারদের মধ্যে আছেন ট্রেন্ট বোল্ট এবং অলরাউন্ডার হিসেবে ক্যারিবিয়ান জেসন হোল্ডার, তিনি রাজস্থান রয়্যালসের লোয়ার অর্ডারের সমস্যা দূর করতে পারেন।

২০২২ সালের হিসেব বলছে দলটির মোট রানের ৯৯ শতাংশ তুলেছেন, প্রথম সাতজন ব্যাটসম্যান।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস

গত মৌসুমে যোগ দিয়েই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। ভালো ব্যাটিং ভিত্তির পাশাপাশি লক্ষ্ণৌ ফ্র্যাঞ্চাইজের বড় শক্তির জায়গা অলরাউন্ডাররা।

লোকেশ রাহুলের এই দলে এবার আছেন ক্যারিবিয়ান তারকা নিকোলাস পুরানে। পুরানের জন্য ১৬ কোটি টাকা খরচ করেছে লক্ষ্ণৌ।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দলের সাথে যোগ দেবেন কুইন্টন ডি কক, যিনি আছেন দুর্দান্ত ফর্মে।

ভারতীয়তের মধ্যে গৌতাম, দীপাক হুডা, ক্রুনাল পান্ডিয়া আছেন এই দলে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোমারিও শেফার্ড আছেন, যিনি মাত্রই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ নির্ধারনী ম্যাচে নয় নম্বরে নেমে ২২ বলে ৪৪ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস এবং ড্যানিয়েল স্যামস আছেন এই দলে।

মূল বোলার হিসেবে আছেন বিশ্বের অন্যতম গতিশীল বোলার মার্ক উড।

এছাড়া জয়দেভ উনাদকাট এবং আভেশ খানও আছেন।

দিল্লী কাপিটালসে মুস্তাফিজ সুযোগ পাবেন?

বাংলাদেশের সমর্থকদের নজর থাকবে দিল্লির একাদশেও থাকবে। মুস্তাফিজুর রহমান আছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দিল্লী কাপিটালসের টসে চোখ বুলাবেন অনেকেই।

দিল্লীর একাদশে ফাস্ট বোলার হিসেবে মুস্তাফিজ ডাক পাবেন কি না সেই প্রশ্ন থাকবেই।

তবে বেশ শক্তিশালী ফাস্ট বোলিং ডিপার্টমেন্ট দিল্লীর।

দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিখ নরকিয়া এবং লুঙ্গি এনগিদি আছেন, এই দুজন যোগ দেবেন এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে।

ভারতের ইশান্ত শর্মা চেতন সাকারিয়া আছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকান দুজন ক্যাম্পে যোগ দিলে, এই লাইন আপে মুস্তাফিজের দলে ঢোকা কঠিনই হওয়ার কথা।

দিল্লীর মূল ক্রিকেটার ছিলেন ঋষভ পান্ত, তিনি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্রিকেট থেকে দূরে আছেন।

তার বদলে অধিনায়কত্ব করবেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার, কোচও অস্ট্রেলিয়ার রিকি পিঃটিং।

ওয়ার্নার এর আগে ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল শিরোপা জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ান এই কোচ অধিনায়ক জুটি একটা দারুণ টপ অর্ডার পাচ্ছে, যেখানে বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আরো আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো, ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ। লোয়ার মিডল অর্ডারে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রভমান পাওয়েল, ভারতের আকশার প্যাটেল।

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে আছেন পৃথ্বি শ, ইয়াশ ধুল, সরফরাজ খান, মানিশ পান্ডে। আছেন বাহাতি স্পিনার কুলদীপ ইয়াদাভও ।

সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে অনেক পরিবর্তন

এক সময়ের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ গত মৌসুমে ১০ দলের মধ্যে ছিল পয়েন্ট তালিকার আট নম্বরে।

এবারকার মৌসুমে দলে এসেছে অনেক পরিবর্তন। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মারক্রাম, হেইনরিখ ক্ল্যাসেন এবং মার্কো ইয়ানসেন দলের সাথে যোগ দেবেন আগামী সপ্তাহে। তবে প্রথম ম্যাচে এই ক্রিকেটারদের পাচ্ছেনা টিম ম্যানেজমেন্ট। গত মৌসুমে ব্যর্থতার পর কেইন উইলিয়ামসনকে ছেড়ে দিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজ। নতুন মৌসুমে অধিনায়কত্ব করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারক্রাম।

দলে আছেন বিশ্বের সেরা তরুণ ক্রিকেটারদের একজন, ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক।এই প্রথম আইপিএল খেলবেন তিনি, তার আগে ৯৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দেড়শো'র মতো স্ট্রাইক রেটে প্রায় আড়াই হাজার রান তুলে নিয়েছেন। এবার ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের দলে যুক্ত হয়েছেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল।

দলটির ব্যাটিং শক্তি বেশ ভালো, গ্লেন ফিলিপসও আছেন লোয়ার অর্ডারে, যিনি নিউজিল্যান্ডের সেরা ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারদের একজন।

ফাস্ট বোলিংয়ে আছেন কাশ্মীরের সেনসেশন উমরান মালিক, ভুবনেশ্বর কুমার, ইয়ানসেন। আফগানিস্তানের ফজল হক ফারুকিকেও স্কোয়াডে নেয়া হয়েছে।

আইপিএল ইতিহাসের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজের একটি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ২০২২ মৌসুম ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। মোট ১৪টি ম্যাচের মাত্র চারটিতে জিতে পয়েন্ট তালিকায় ১০ দলের মধ্যে সবশেষ অবস্থানে ছিল রোহিত শর্মার দল। চোটের কারণে দলের প্রধান বোলার জসপ্রিত বুমরাহ নেই এবারে। দুই হাজার তের সালে অভিষেকের পর এই প্রথম আইপিএলের গোটা মৌসুম মিস করবেন বুমরাহ।

তবে জফরা আর্চার আছেন, ইংল্যান্ডের এই ফাস্ট বোলারকে বল হাতে দেখতে মুখিয়ে থাকবেন মুম্বাই ফ্যানরা।

এই মৌসুমে মুম্বাই কাইরন পোলার্ডকে মিস করবে। এই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার ২০২২ সালে আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন, তিনি এখন ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে আছেন।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে পোলার্ডের জায়গায়ে এখন আছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রীন। গ্রীন ছাড়াও ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডারদের মধ্যে আছেন শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার, আরশাদ খান এবং রমনদীপ সিং।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হার্ড হিটার ব্যাটসম্যানদের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিড, দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়াল্ড ব্রেভিস আছেন।

ভারতের সুরিয়াকুমার ইয়াদাভ আছেন, যিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর টি-টোয়েঃটি ব্যাটসম্যান।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ট্রফি খরা কাটবে?

ক্রিকেটের বড় সব নাম ভিরাট কোহলি, ক্রিস গেইল, এবি ডি ভিলিয়ার্স সবাই খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত ১৫ আসরে এই দলটি শিরোপা জিততে পারেনি।

গেইল এবং ভিলিয়ার্স বিদায় নিয়েছেন। আছেন শুধু ভিরাট কোহলি, যিনি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এই দলটির। এই দলের অধিনায়ক এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাফ ডু প্লেসি। আছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

ম্যাক্সওয়েল ও হাসারাঙ্গা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বড় নাম, এ দুজন যে কোনও ম্যাচে প্রতিপক্ষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে জানেন ।

গত মৌসুমে দারুণ ফিনিশিং করা দিনেশ কার্তিক আছেন। ভারতের আইপিএল ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি করা রজত পতিদার আছেন। তবে তিনি চোটে ভুগছেন। এবারে আরসিবির মূল মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারে ক্রিকেটারদের ইনজুরির তালিকা।

অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার জশ হ্যাজলউড এখনও নিশ্চিত নন, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান উইল জ্যাক্স ইনজুরিতে।হ্যাজলউডের বিকল্প হিসেবে ইংল্যান্ডের রিস টপ্লি আছেন দলে।

চেন্নাই সুপার কিংস এখনও ধোনির দল দক্ষিণ ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজ আইপিএল ইতিহাসেরই সেরা দলগুলোর একটি, মোট চারবারের চ্যাম্পিয়ন তারা।

এই দলের লাইনআপে অনেক পরিবর্তন এলেও বদলাননি মাহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতের সফল এই অধিনায়ক চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাণ।

ধোনির অধিনায়কত্বে এই দলটিতে আছেন সময়ের সেরা উইকেট কিপার ব্যাটসম্যানদের একজন, নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে।

ভারতের ক্রিকেটাররাই এখানে বড় ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছেন। শিভাম দুবে, ঋতুরাজ গায়কোয়াদ, দীপাক চাহারদের মতো ক্রিকেটাররা আছেন দলে।

এছাড়া আছেন শ্রীলঙ্কার মাথিসা পাতিরানা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডোয়াইন প্রিটোরিয়াসও আছেন চেন্নাই স্কেয়াডে। তবে এই দলটার সবচেয়ে বড় সাইনিং এবারে বেন স্টোকসকে দলে নেয়া, ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক গত বছরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এসেছেন।

মঈন আলীও আছেন, বিশ্বের সেরা স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারদের একজন তিনি।

বিশেষ স্পিনার হিসেবে নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনারও আছেন।

চেন্নাই সুপার কিংসের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হতে যাচ্ছে তারা ফিরছেন ঐতিহ্যবাহী চিপক স্টেডিয়ামে। চেন্নাইয়ের স্পিন আক্রমণে যে বৈচিত্র্য আছে তা এই মাঠে কার্যকর হতে পারে। চেন্নাইয়ের ব্যাটিং ও বোলিং শক্তিশালী করছে দলটির অলরাউন্ডাররা।

যদি স্যান্টনার খেলেন, তবে প্রায় প্রতি ম্যাচেই চেন্নাইয়ের ১০ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং জানেন এমন ক্রিকেটার একাদশে খেলবেন।

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কী অবস্থা

পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শেখর ধাওয়ান। এই দলের টি-টোয়েঃটি ক্রিকেটের পাওয়ার হিটারদের পাচ্ছেন ধাওয়ান।

ইংল্যান্ডের লিয়ান লিভিংস্টোন, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু শর্ট, জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা আছেন।

ম্যাথু শর্ট ২০২২-২৩ মৌসুমের অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ছিলেন।

বোলিংয়ে আছেন ভারতের তরুণ বাহাতি পেসার আর্শদীপ সিং, অস্ট্রেলিয়ার নাথান ইলিস, ইংল্যান্ডের স্যাম কারান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

পাঞ্জাব ম্যানেজমেন্ট জনি বেয়ারস্টোকে মিস করবেন, আঘাত পেয়ে দীর্ঘদিনের জন্য মাঠের বাইরে ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটার।

পাঞ্জাবের ফাস্ট বোলিং ইউনিটটাই দলের মূল শক্তি। পার্ট টাইম স্পিন অপশনগুলোও দারুণ কাজে লাগতে পারে ভারতের মাটিতে।

রাশিয়া, চীনের সাথে লড়াই করে আমেরিকা কি পারবে আফ্রিকার মন জয় করতে?

ঘানা (ওয়েবডেস্ক)ঃ প্রথমে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফ্রিকা সফরে করেছেন। এখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সফর করছেন এবং বছরের শেষের দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেই আফ্রিকায় সফরে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ নেতাদের একের পর এক এসব সফরের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার সম্পর্ককে আরও গভীর করতে ইচ্ছুক।

আর এসব ঘটছে বিশেষ করে চীন এবং রাশিয়াসহ অন্যান্য বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর তরফ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার পটভূমিতে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস রোববার ঘানা সফরের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় তার ন'দিনব্যাপী সফর শুরু করেছেন। ঘানার কোটোকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঢোল বাজিয়ে এবং নাচগানের মধ্য দিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয়। ঘানার পর তিনি তানজানিয়া এবং জাম্বিয়ায় সফর করবেন। ঘানা তার প্রবাসী নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করছে। পাশাপাশি, রাজনীতিতে বেশ ক'বার শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের রেকর্ড তৈরি করেছে। সেই বিবেচনায়, মিসেস হ্যারিসের আফ্রিকা সফরের সূচনা ঘানা দিয়ে করার জন্য দেশটি ছিল এক আদর্শ জায়গা।

মার্কিন সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, কামালা হ্যারিসের এই সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিসেম্বরের ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়া।

ঐ শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, আফ্রিকার ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকা। তবে যে ভবিষ্যতের কথা মি. বাইডেন উল্লেখ করছেন, তার সাথে সাথে ঐ মহাদেশের তরুণ জনসংখ্যা এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক শক্তিশালী দেশও আকৃষ্ট হয়েছে। এবং তারাও সেখানে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সাম্প্রতিক ইথিওপিয়া এবং নিজের সফরের লক্ষ্য ছিল এই দুটি দেশের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলির ওপর দৃষ্টি দেয়া। অন্যদিকে, কামালা হ্যারিসের এই সফর তাকে নিয়ে যাবে এমন সব দেশে - যারা এখন গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন।

ঘানার অর্থনীতি একসময় বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশটি এখন গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আর্থিক সঙ্কট পার করছে।

দেশটির মুদ্রাস্ফীতির হার এখন শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। এর মধ্যেই ঘানা তার বৈদেশিক ঋণ পুনতূফসিল করতে চাইছে। অর্থমন্ত্রী কেন ওফোরি-আট্টা সবেমাত্রই বেইজিংয়ে চীন সরকারের সাথে আলোচনা করে দেশে ফিরে এসেছেন।

চীনের বৈঠকটি ছিল বেশ ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক, অর্থমন্ত্রী টুইট করেছেন। তিনি আশা করছেন যে খুব শিগগীরই ঋণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ চীনের আশ্বাস পাওয়া যাবে।

দেশটি চাইছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা জোগাড় করা।

কিন্তু এক্ষেত্রে মিজ হ্যারিস ঠিক কী ধরনের সাহায্যের প্রস্তাব দিতে পারেন তা স্পষ্ট নয়, তবে মি. ওফোরি-আট্টার চীন সফরের পটভূমিতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ থাকবে ঘানার উন্নয়নে প্রকৃত অংশীদারের মতো কাজ দেখানোর।

অর্থনীতিবিদ ও ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক গডফ্রেড আলুফার বোকপিন অবশ্য মনে করেন না যে মিজ হ্যারিসের এই সফরটি তার দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে দ্রুত কোন সুফল বয়ে আনবে।

চীন জড়িয়ে পড়ায় এই ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে পড়েছে, বলছেন তিনি, তবে মিজ হ্যারিসের সফরটি ঘানার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে ঘানার প্রতি এবং এর ঋণ সংকটের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে সেটা 'ভাল' খবর তবে, তার ভাষায়, ঋণদাতা দেশের আরোপ করা প্রতিকূল বাণিজ্যিক শর্ত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

অন্যদিকে, মধ্য আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়ার অবস্থাও ঘানার মতোই।

যখন কোভিড মহামারি শুরু হয়েছিল তখন তামা-সমৃদ্ধ দেশটি ছিল আফ্রিকার প্রথম কোন দেশ যেটি ঋণ খেলাপি হয়। ঋণ পুনঃতফসিল করার জন্য জাম্বিয়া দীর্ঘদিন ধরে চীনের সাথে আলোচনা চালাচ্ছে এবং তারা আইএমএফের কাছেও আর্থিক সহায়তা চেয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স একজন সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে, মিজ হ্যারিস ঘানা এবং জাম্বিয়ার ঋণ সঙ্কট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন।

অধ্যাপক বোকপিনের মতোই জাম্বিয়ার বিশ্লেষক ড. সিশুওয়া সিশুওয়াও মনে করেন, ঋণ পুনতফসিলের ক্ষেত্রে চীনের প্রভাবই বেশি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখন নিজেকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখতে চায়।

আফ্রিকা মহাদেশে এখন এই মনোভাব জোরদার হচ্ছে যে বাদবাকি বিশ্বের সাথে আফ্রিকার সম্পর্ক কেমন হবে সেটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা তার থাকা উচিত। জাম্বিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেইভাবে দেখে যেভাবে সে চীন এবং রাশিয়াকে দেখে থাকে - বন্ধু হিসেবে, ড. সিশুওয়া বিবিসিকে বলছিলেন।

যখন কোনও দেশ সমর্থনের আশায় চীন, রাশিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ফিরে তাকায়, তখন তার মানে এই নয় যে অন্য বড় পরাশক্তিকে সে প্রত্যাখ্যান করছে।

তাই, আফ্রিকার দেশগুলির সাথে একচেটিয়া সম্পর্ক খোঁজার প্রচেষ্টার ফল উল্টো হতে পারে এবং সেটা টেকসই নাও হতে পারে বলেই তিনি মনে করেন।

এর প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল গত বছর ওয়াশিংটন সফরের সময়, যখন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা মন্তব্য করেছিলেন ঃ কার সাথে মিশবো বা মিশবো না তা আমাদেরকে বলে দিতে হবে না।

ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলছেন, আফ্রিকান দেশগুলো কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সেটা বলা তাদেরও উদ্দেশ্য নয়।

আফ্রিকান দেশগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য গণতন্ত্রের ওপরই জোর দিতে আগ্রহী। ভাইস প্রেসিডেন্ট তার সফরের সময় এমন বিষয় নিয়েই আলোচনা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মিজ হ্যারিসকে স্বাগত জানানোর আগে জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হাকাইন্দে হিচিলেমা গণতন্ত্রের ওপর একটি ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন কো-হোস্ট করবেন বলে কথা রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনসহ আরও চারটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন।

মার্কিন সরকার বলছে, মানবাধিকার এবং সুশাসনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও ঐ মহাদেশের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করছে। আর এটাই চীন এবং রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

চীনের নীতি হচ্ছে, কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, যা স্বৈরাচারী নেতাদের সাথে তার সম্পর্কের পথ অনেকটাই মসৃণ করে দেয়। বুরকিনা ফাসো ও মালিসহ আফ্রিকার যে দেশগুলিতে সম্প্রতি অভ্যুত্থান হয়েছে ঐসব দেশে রাশিয়ার উপস্থিতি পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সের সাথে। ঐ দুটি দেশের সাথেই ফ্রান্সের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ঘটনা নিঃসন্দেহে পশ্চিমা বিশ্বকে আরও বেশি সংখ্যায় আফ্রিকান দেশগুলোর মন জয় করার জন্য বাড়তি তাগিদ দিয়েছে।

এই আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের এক ভোটকে কেন্দ্র করে আফ্রিকান দেশগুলো বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ভোটদানে বিরত থাকার দেশগুলোর অর্ধেকই ছিল আফ্রিকান। এর মধ্যে রয়েছে তানজানিয়া, কামালা হ্যারিস যে দেশটি সফর করবেন বলে কথা রয়েছে।

মিজ হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি তানজানিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসানের সঙ্গেও দেখা করবেন।

নারীর অগ্রযাত্রার প্রতীক এই দুই নেতার যৌথ অভিজ্ঞতা নিয়ে তানজানিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

দেশটি যে অগ্রগতি অর্জন করছে এবং বিশ্ব মানচিত্রে এর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রমাণ হিসাবেও অনেকে এই সফরকে উল্লেখ করছেন।

খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয় যখন জন মাগুফুলির নেতৃত্বাধীন দেশ তানজানিয়া ছিল একটি একঘরে রাষ্ট্র। কারণ তার ছিল স্বৈরাচারী প্রবণতা। বিরোধীদল এবং স্বাধীন মিডিয়ার কার্যক্রম তিনি সীমিত করেছিলেন।

মিজ হ্যারিস হলেন বাইডেন প্রশাসনের সবচেয়ে সিনিয়র কর্মকর্তা যিনি আফ্রিকা সফর করছেন আর ডিসেম্বরের যুক্তরাষ্ট্র-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনের পর এটি হচ্ছে কোন মার্কিন নেতার পঞ্চম সফর।

আফ্রিকা সফর করেছেন এমন অন্য মার্কিন নেতারা হলেন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন, জাতিসংঘে মার্কিন দূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড, ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন এবং মি. ব্লিঙ্কেন।

কিন্তু আফ্রিকার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আগ্রহের প্রশ্নে ঐ মহাদেশ থেকে তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণেরও দাবি উঠেছে।

ঘানার অধ্যাপক বোকপিন বলছেন, আফ্রিকার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে 'আফ্রিকা দখলে'র জন্য একটি নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, অনেকটা স্ক্র্যাম্বল খেলার মতো, তিনি উল্লেখ করেন উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় দেশগুলির হাতে আফ্রিকা মহাদেশের বিভক্তির ঘটনা, যার ফলে কয়েক দশক ধরে আফ্রিকায় উপনিবেশবাদ এবং শোষণ চলেছিল।

এখন নতুন করে এই যোগাযোগের ব্যাপারে জোর দিতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর, বলছেন তিনি।

ফিনল্যান্ডের নেটো সদস্যপদের আবেদনে তুরস্ক ভোট দেবে

আঙ্কারা (ওয়েবডেস্ক)ঃ স্পেন এপ্রিল মাসে ইউক্রেনে ৬টি লেপার্ড ট্যাংক পাঠাবে।
ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্যমিত্রো কুলেবা ধারাক্রম অনুযায়ী এপ্রিলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হিসেবে রাশিয়ার থাকাটাকে একটি বাজে রসিকতা বলে অভিহিত করেছেন। কুলেবা টুইট করেছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার সভাপতিত্বে বিশ্ব নিরাপদ জায়গা হতে পারে না।

রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস বলছে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সংবাদদাতা ইভান গারশকোভিচকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেটোতে যোগ দেওয়ার জন্য ফিনল্যান্ডের আবেদনের ওপর তুরস্কের পার্লামেন্ট বৃহস্পতিবার ভোট দেবে।

আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর থেকে নেটো সদস্য রাষ্ট্রগুলো ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। সোমবার হাঙ্গেরি ফিনল্যান্ডকে অনুমোদন দিয়েছে। এখন শুধুমাত্র তুরস্ক অনুমোদন দিলেই দেশ দুটির আবেদন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। তুরস্ক উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে, তারা যেসব গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন সেসব গোষ্ঠীর প্রতি নমনীয়। তাই দেশ দুটি তাদের আবেদন প্রক্রিয়ার গতি মন্থর করেছিল। তিন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য এই মাসের শুরুতে বৈঠক করেছিলেন। তবে তুরস্ক এখনো ইঙ্গিত দেয়নি যে, তারা শেষ পর্যন্ত সুইডেনের আবেদনকে সমর্থন করবে। সুইডেন ও নেটো

গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পরে ফিনল্যান্ড এবং তার প্রতিবেশী সুইডেন সামরিক জোট নেটোতে যোগদানের জন্য আবেদন করে। এর মাধ্যমে দেশ দুটি নেটো থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। জুলাই মাসে নেটোর এক শীর্ষ সম্মেলনে তাদের যোগদানের

নেতারা বলেছেন, সুইডেন তুরস্কের উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে ধারাবাহিক সংস্কার করেছে। নেটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বারবার বলেছেন, তিনি আশা করেন ফিনল্যান্ড ও সুইডেন উভয়ই নেটো সদস্য হবে।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে রাশিয়া

মস্কো ঃ রাশিয়া বৃহস্পতিবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একজন আমেরিকান সংবাদদাতাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অভিযুক্ত করেছে। যা কিনা ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে ওয়াশিংটনের সাথে মস্কোর কূটনৈতিক বিরোধ বাড়িয়েছে এবং তা সম্ভবত রাশিয়াকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। সংবাদপত্রটি অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং অবিলম্বে বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত প্রতিবেদক ইভান গার্শকোভিচের মুক্তি দাবি করেছে। ওয়াশিংটন থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ৩১ বছর বয়সী গার্শকোভিচ রাশিয়ায় ছয় বছর ধরে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন, বাস্কেটবল তারকা ব্রিটনি গ্রিনারের পর থেকে সেখানে গ্রেপ্তার হওয়া সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান তিনি। বাস্কেটবল তারকা ব্রিটনি গ্রিনার মাদকের অভিযোগে ১০ মাস জেলে থাকার পর ডিসেম্বরে মুক্তি পান। এফএসবি বলেছে যে তারা ইয়েকাটেরিনবার্গের ইউরালস শিল্প শহর থেকে গের্শকোভিচকে আমেরিকান সরকারের স্বার্থে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মতে তিনি রাশিয়ার সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের একটি উদ্যোগের তথ্য সংগ্রহ করছিলেন, তবে তারা তা চিহ্নিত করেনি। গের্শকোভিচকে মস্কোতে আনা হয়, যেখানে একটি শুনানিতে আদালত তাকে ২৯শে মে পর্যন্ত বিচার-পূর্ব কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দেয়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস বলেছে যে তিনি বলেছেন তিনি দোষী নন। কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে কোনো প্রমাণ দেয়নি, এবং তাস বলেছে যে মামলাটিকে টপ সিক্রেট বা অত্যন্ত গোপনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্যানিল বারম্যান, যিনি আটক সংবাদদাতার প্রতিনিধিত্বকারী একজন আইনজীবী, তিনি বাইরে সংবাদদাতাদের বলেন, তাকে আদালতের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি বা অভিযোগগুলি দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি আশঙ্কা করেন যে গার্শকোভিচকে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে সোভিয়েত আমলের কুখ্যাত ১৯ শতকের কেন্দ্রীয় মস্কো জেল লেফোরটোভোতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সাংবাদিকদের কেন জেলে যেতে হয়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে একটি সংবাদ প্রকাশে অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আইনের অপব্যবহার হিসেবে দেখছেন গণমাধ্যমকর্মী এবং সংশ্লিষ্টরা। ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই এর অপব্যহারের সুযোগ নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। আবার এটি আলোচনায় এসেছে ২৯শে মার্চ ভোরে সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে নিজ বাসা থেকে মধ্যরাতে আটকের ঘটনায়। দ্রব্যমূল্য নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোতে করা একটি প্রতিবেদনে শিরোনাম এবং ছবির মধ্যে অসঙ্গতির জের ধরে সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে সাদা পোশাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে জানানো হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত ভুলত্রুটি শুধরানোর জন্য অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন উপায় আছে। আইনী পন্থায় এগোতে চাইলেও আছে একাধিক আইন। এমনকি একটি বিশেষ বিচারিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে বারবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহারকে 'উদ্দেশ্যমূলক' বলে মনে করছেন গণমাধ্যম ও মানবাধিকার কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী পালনের সময়ে কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পৌরাণিক চরিত্র রামচন্দ্র – যাকে ভারতের হিন্দুদের একটা বড় অংশ তাদের ভগবান বলে মনে করেন – তার জন্ম উৎসব রামনবমী পালিত হচ্ছে বৃহস্পতিবার।

এই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা আর লাগোয়া হাওড়া শহরে কয়েকটি সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে হাওড়া শহরের কাজীপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামনবমীর মিছিল ঘিরে বড় সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

বেশ কিছু দোকান ও গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ এবং আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। এলাকাটিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ পৌঁছিয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ওই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, তাদের মিছিল কেউ আটকায় নি। কিন্তু হাওড়ায় তাদের অস্ত্র আর বুলডোজার নিয়ে মিছিল করার অধিকার কে দিল?

তিনি আরও বলেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য তারা বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছিল।

মিছিলটি নির্ধারিত পথ বদলিয়ে একটি সম্প্রদায়কে নিশানা বানিয়েছিল বলেও মিজ ব্যানার্জী মন্তব্য করেন।

এ ছাড়া কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় একটি মসজিদের সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার সময়ে সংঘর্ষ হয় বলে স্থানীয় সূত্রগুলি জানিয়েছে।

এ সময় বেশ কিছু স্কুটার, মোটরসাইকেল আর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

এরকম অশান্তি হতে পারে, এই আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শহর আসানসোলের এক স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্রীই বৃহস্পতিবার স্কুলে আসে নি।

ওদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আজ রামনবমী, বাইকে করে অস্ত্র হাতে মিছিল বেরবে, যদি কোনও অশান্তি হয়, সেই ভয়ে বাবামায়েরা স্কুলে পাঠায় নি। আর সকাল থেকেই যেভাবে স্কুলের পাশে ডিজে বাজছে জয় শ্রীরাম করে, তাতে মনের মধ্যে একটা ভয় তো কাজ করছেই, বলছিলেন ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা।

তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে দিতে চাইলেন না, কারণ তিনি সরকারী স্কুলে পড়ান।

শিল্পাঞ্চলের শহর রাণীগঞ্জ আর আসানসোলে ২০১৮ সালে রামনবমীর দিনেই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেঁধেছিল।

সেবছর গোটা রাজ্যে রামনবমীকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছিলেন এক ইমাম-পুত্র সহ অন্তত পাঁচজন।

রামনবমীর দিন, বৃহস্পতিবার, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি এবার পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পাঁচশোরও বেশি মিছিল করছে।

এর মধ্যে বেশ কিছু মিছিলে অস্ত্র প্রদর্শনও করা হয়। হিন্দুত্ববাদী নেতারা অবশ্য বলেন যে ওই অস্ত্র কাউকে ঘায়েল করার জন্য নয়, অসুর বধের প্রতীক তাদের ওই অস্ত্র।

তবে কয়েক বছর আগেও এত সমারোহ করে রামনবমী পশ্চিমবঙ্গে পালিত হত না।

রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র কেয়া ঘোষ বলছিলেন, ঠিকই, আগে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী পালন করা হত না। কিন্তু এখন মানুষ বুঝতে পারছেন যে ভগবান রামচন্দ্র কোনও বিশেষ ধর্মের নয়, তিনি তো ভারতীয়ত্বের প্রতীক।

আমরা যে রামরাজ্যের কথা বলি, সেটা হল একটা আদর্শ দেশ। আমরা তো রামরাজ্য স্থাপন করতে চাই। তেমনই পশ্চিমবঙ্গেও আমরা চাইব, রামরাজ্য স্থাপন করতে। আর যারাই ভগবান রামচন্দ্রকে পুজো করেন, তারাই রাস্তায় বেরচ্ছেন, এটা তো সুখের কথা, মন্তব্য কেয়া ঘোষের।

তার দাবী করেন, রামনবমী পালনের মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।

কিন্তু ঘটনাচক্রে, ২০১৮ সালে যখন আসানসোল রাণীগঞ্জে দাঙ্গা হয়েছিল রামনবমীর দিন, সেটা ছিল রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে। তারপরের বছর আবার ছিল লোকসভা ভোট। সেই ভোটে বিজেপি ১৮ টি আসন জিতেছিল।

এবছরও মাস কয়েকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ভোট আসছে। আবারও মহাসমারোহে রামনবমী পালন করছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। যে উদযাপনের সামনের সারিতে বিজেপি নেতা-নেত্রীরাই থাকছেন। যদিও বিজেপি সরাসরি রামনবমীর দিন কোনও মিছিল করে নি। আবার রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসও রামনবমী পালন করছে বৃহস্পতিবার থেকেই। নানা জেলায় তাদের উদ্যোগে রামনবমীর মিছিল, পুজোও হচ্ছে। রামনবমীর দিনে ২০২২ সালেও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে।

প্রতিবছরই সেই আশঙ্কা তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীও বৃহস্পতিবার বলেছেন যে রামনবমীর মিছিল করতেই পারে কেউ, কিন্তু মুসলমান-প্রধান এলাকায় অশান্তি বাধালে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে।

ওই স্কুল শিক্ষিকার কথায়, তাদের শহরে বড় সংখ্যায় অবাঙালি থাকেন, তাই রামনবমী সেখানে ছোট থেকেই পালিত হতে দেখেছেন।

''কিন্তু গত বছর দশেক ধরে রামনবমীর দিন যেভাবে অস্ত্র হাতে কপালে গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে বাইক বাহিনী রাস্তায় নামে, জয় শ্রীরাম রীতিমতো হুঙ্কারের স্বরে দেওয়া হয়, তাতে ভয় তো লাগেই। এভাবে রামনবমী কিন্তু আগে হত না, তিনি বলেন।

বাঙালী জাতীয়তাবাদী সংগঠন বাংলা পক্ষর প্রধান গর্গ চ্যাটার্জী বলছেন, অনেক এলাকাতেই বাঙালিরা বিপদে রয়েছেন।

শুধু আসানসোল রাণীগঞ্জে নয়, কলকাতা, হাওড়া, লিলুয়া, খড়্গপুর, ভাটপাড়া, শিলিগুড়ির মতো অনেক শহরেই বাঙালীরা, বিশেষ করে নারীরা ত্রস্ত, বলছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদী সংগঠন বাংলা পক্ষর প্রধান গর্গ চ্যাটার্জী।

তিনি বলছিলেন যে বাঙালী হিন্দুরা তো রামচন্দ্রের পুজো সেভাবে করতই না কখনও। এটা একটা নতুন সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।

যেসব এলাকায় রামনবমী মহা ধূমধাম করে করা হচ্ছে, সেখানে বহিরাগত তোষণ এবং তার ফলে অবারিত জনবিন্যাস বদলই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এর জন্য, বলছিলেন মি. চ্যাটার্জী।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অরুন্ধতী মুখার্জী বলছিলেন, শুধু যে রামনবমী পালনের হিড়িক বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে – তা নয়।

এখানে হনুমান মন্দির আর পুজোর চল যেমন বেড়েছে, তেমনই মূলত মহারাষ্ট্রে যে গণেশ চতুর্থী পালন করা হত, সেটাও পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় করা হচ্ছে।

তিনি বলছিলেন, অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলন বা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়েও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী পালনের এরকম ধুম পড়ে নি। এই যে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী এসব বেড়েছে গত কয়েক বছরে, তার পেছনে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির একটা অবদান তো আছেই।

কিন্তু একই সঙ্গে বলব গত দশ বছরে এধরণের আরও অনেক পুজো বেড়ে গেছে। আসলে ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় স্তরে ক্ষমতা প্রদর্শন করার একটা উপায় হয়ে গেছে এগুলো।

ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষকে জড়ো করছে ওইসব ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিরা। তারা নিশ্চিতভাবেই রাজনীতির মানুষ, বলছিলেন বিশ্লেষক অরুন্ধতী মুখার্জী।

শীঘ্রই গ্রেফতার হতে পারেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ঃ একজন পর্ণ তারকার মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দেবার জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দুই হাজার ষোল সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে অভিযোগের বিস্তারিত এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি স্টর্মি ড্যানিয়েলস নামে ওই নারীর সাথে তার সম্পর্ক গোপন রাখার বিনিময়ে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার অর্থ প্রদান করেছে। বিষয়টি তদন্তের পর যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ড জুরি ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

ছিয়াত্তর বছর বয়সী মি. ট্রাম্প, তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনিই প্রথম কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি দেশটির ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হলেন।

এই মামলার তদন্ত করছেন ম্যানহাটন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগের দফতর।

সেখান থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, তারা ট্রাম্পের আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যাতে তার আত্মসমর্পণের বিষয়টি সমন্বয় করা হয়।

ফ্লোরিডায় বসবাসকারী সাবেক এই প্রেসিডেন্ট সোমবার নিউইয়র্কে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হতে পারে। বিষয়টির সাথে পরিচিত দুটি সূত্র সিবিএস নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।

শুনানির সময় তাকে অভিযোগ পড়ে শোনানো হবে, যা প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট স্থায়ী হবে।

মি. ট্রাম্প আদালতে উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। এই সিক্রেট সার্ভিস সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সুরক্ষায় কাজ করে।

মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি প্রাক্তন পর্ণ অভিনেত্রী এবং স্ট্রিপার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে অর্থ প্রদানের জন্য তার তৎকালীন আইনজীবী মাইকেল কোহেনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে এই ঘটনা ঘটে। যেন মি. ট্রাম্পের সাথে ওই নারীর কথিত সম্পর্কের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া যায়। মূলত এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়।

মিসেস ড্যানিয়েলস বলেছেন যে, মি. ট্রাম্প ২০০৬ সালে লেক তাহো হোটেলে তার সাথে যৌন মিলন করেছিলেন –এটি ট্রাম্পের বর্তমান স্ত্রী মেলানিয়াকে বিয়ে করার পরের বছরের ঘটনা।

কোহেন আদালতে বলেছেন যে, তিনি 'সাবেক প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায়' এক লাখ ৩০ হাজার ডলারের বিষয়টি দফারফা করেছেন। মি. কোহেন ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একাধিক অভিযোগে জেলে ছিলেন।

এক বিবৃতিতে মিঃ ট্রাম্প ম্যানহাটনের ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে কটাক্ষ করেন। তিনি প্রসিকিউটরকে কলঙ্ক হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাকে জো বাইডেনের নোংরা কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করেন।

ডেমোক্র্যাটরা 'ট্রাম্পকে পাকরাও করতে' মিথ্যা বলছে, প্রতারণা করছে এবং চুরি করছে, কিন্তু এখন তারা যা করছে তা অকল্পনীয় – একটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে, তিনি বলেন।

মি ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের এই তদন্তকে বিরোধী পক্ষের পরিচালিত রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে কটাক্ষ করেছেন।

মি. ব্র্যাগ, যিনি একজন নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট, তিনি মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই মাসের শুরুর দিকে তিনি টুইট করেন, আমরা ঘটনা, আইন এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের মামলাগুলো মূল্যায়ন করি।

মি. ট্রাম্পের আইনজীবী সুসান নেচেলেস এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি কোনও অপরাধ করেননি। আমরা আদালতে এই রাজনৈতিক মামলার বিরুদ্ধে জোরেশোরে লড়াই করব।

ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়ে, মিসেস ড্যানিয়েলস তার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেছেন আমার কাছে এতো এতো মেসেজ আসছে যে আমি সবাইকে তার উত্তর জানাতে পারছি না...এছাড়াও আমি এখনই সব কথা উগরে দিতে চাই না।

ফৌজদারি মামলাটি ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ের দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে। মি. ট্রাম্প বর্তমানে রিপাবলিকান হোয়াইট হাউস মনোনয়ন পাওয়া সম্ভাব্য সব প্রার্থীদের মধ্যে এগিয়ে আছেন।

কিন্তু মার্কিন আইন অনুযায়ী, কোন প্রার্থী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেও তার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতে – এমনকি কারাগার থেকেও রাজনীতি করে যেতে কোন বাধা নেই।

মি. ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তহবিল সংগ্রহের ইমেইল পাঠিয়েছে। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকানরা মি. ট্রাম্পের সাথে আছেন।

হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি বলেছেন, আলভিন ব্র্যাগ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে আমাদের দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে।

যেহেতু তিনি জনমনে আতঙ্ক বাড়াতে সব সময় দাগী অপরাধীদের মুক্ত করেন, এখন তিনি সেই বিচারব্যবস্থাকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছেন।

তবে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে, তাদের যুক্তি যে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

কংগ্রেসম্যান অ্যাডাম শিফ বলেছেন ঃ একজন প্রেসিডেন্টের অভিযুক্ত এবং গ্রেফতার হওয়া আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। কিন্তু বেআইনি আচরণের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে করা আরও আরও কয়েকটি মামলারও তদন্ত করা হচ্ছে।

এর মধ্যে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলের সংঘর্ষে মি. ট্রাম্পের যোগসাজশ থাকা, ২০২০ সালের নির্বাচনে জর্জিয়া রাজ্যে তার পরাজয়ের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা এবং হোয়াইট হাউজ ছাড়ার পরে গোপন নথিগুলো পরিচালনা নিয়ে গাফেলতির মামলাগুলো রয়েছে।

মিঃ ট্রাম্প – ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন – হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস দ্বারা দুবার অভিশংসিত হয়েছেন তিনি। যদিও দুইবারই সেনেট থেকে খালাস পেয়ে যান।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্রসহ ১২ দেশ

নিউ ইয়র্ক ঃ গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) ১২ সদস্য। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এমএফসি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এমএফসি বলছে, আমরা বাংলাদেশে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) স্বাক্ষরকারী সদস্যদেশসমূহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে রয়েছে (বাংলাদেশ) সুপ্রিম কোর্টের (আইনজীবী সমিতির) নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা, আল জাজিরার লন্ডনভিত্তিক সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ঢাকা ট্রিবিউনের আলোকচিত্র সাংবাদিকের ওপর হামলা এবং সম্প্রতি প্রথম আলোর সাংবাদিক আটকের খবর। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে এর প্রতিটি ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের অনুরোধ জানাচ্ছি।

এমএফসির সদস্য হিসেবে এ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।